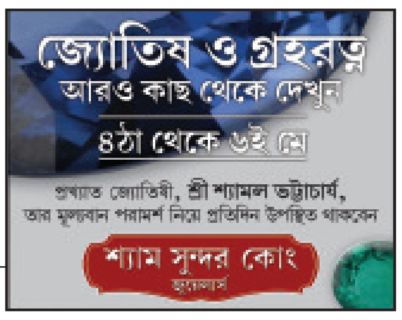

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 May, 2023 ■ আগরতলা ১৮ মে, ২০২৩ ইং ■ ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জোলাইবাড়িতে দূর্ঘটনায় নিহত এক, গুরুতর দুই

জোলাইবাড়িতে দূর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের উদ্ধার করেছেন স্থানীয় জনগণ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ মে।। নিয়ন্ত্রন হারিয়ে মালবাহী গাড়ী রাস্তার পাশে খাদে ছিটকে পড়েছে। তাতে গাড়িতে থাকা তিন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা দুর্ঘটনার খবর পাঠিয়েছে জোলাইবাড়ীর দমকল কর্মীদের। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছেন। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মধ্যে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অপরদিকে বাকি দুইজন ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে একজনকে গোমতী জেলা হাসপাতালে ও অপরজনকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন , বুধবার সাতসকালে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জ সংলগ্ন এলাকায় টি আর ০১ এল ১৬২৫ নাম্বারের মালবাহী গাড়ী নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পরে গিয়েছে। স্থানীয়রা বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। ওই দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা দুর্ঘটনার খবর পাঠিয়েছে জোলাইবাড়ীর দমকলকর্মীদের। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছে। সেখানে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক শান্তির বাজার মহকুমার মধুমগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লি হাটে আজ কুইন আনারস কর্মশালার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ত্রিপুরার কুইন আনারসকে দেশে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর হাত ধরে দিল্লি হাটে আগামীকাল কুইন আনারস কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরার এই রসালো ফলটি দিল্লীর হাটে বিক্রয় নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন কৃষি মন্ত্রী রতনলাল নাথ।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় কুইন ও কিউ দুই ধরণের আনারসের ফলন হয়। এর মধ্যে কুইন এতটাই সুস্বাদু আনারস যার চাহিদা রয়েছে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে। এই ফল দেশে একমাত্র ত্রিপুরাতে উৎপাদন বেশি। তাঁর দাবি, দেশে এই সুস্বাদু আনারসে চাহিদা অনেক।

ত্রিপুরায় এই আনারসটি ফলন করে কৃষকরা আরও বেশি মূল্য পায় তার লক্ষ্যে দিল্লির হাটে আয়োজিত মেলায় কুইন আনারস বিক্রির উদ্বোধন করা হবে। আগামীকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীর হাত ধরে সূচনা হবে আনারস কর্মশালা।

সাথে তিনি যোগ করেন, ইতিমধ্যে ত্রিপুরা থেকে আনারস এবং একটি প্রতিনিধি দল দিল্লি চলে গেছেন। কুইন আনারস দেশের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এবং পাশাপাশি ফলন বৃদ্ধি করতে প্রয়াস করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

গোষ্ঠী বিরোধের জেরে নিষ্ফলা কংগ্রেস হাইকমান্ডের বৈঠক

ভোটের ফল ঘোষণার চারদিন অতিক্রান্ত কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাছাই নিয়ে টানাপোড়েন

নয়াদিল্লী, ১৭ মে।। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগেই বেঙ্গালুরুতে 'উৎসব' শুরু করল সিদ্দারামাইয়া শিবির। তাঁর গোষ্ঠীর নেতাদের দাবি, কর্নাটকের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁকেই বেছে নিয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ড। যদিও কর্নাটকের দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক রণদীপ সিংহ সুরজেওয়ালার ইঙ্গিত, বুধবার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা হচ্ছে না। তিনি বলেন, 'আগামী ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আমরা কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচন করব।

বৃহস্পতিবার কর্নাটকের নয়া মুখ্যমন্ত্রীর শপথ কার্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। এআইসিসির একটি সূত্র জানাচ্ছে, বুধবার সকালে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের সময় মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রশ্নে 'অনড়' মনোভাব দেখিয়েছেন, সিদ্দার 'প্রতিদ্বন্দ্বী' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডিকে শিবকুমার। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিত্বের পাশাপাশি শিবকুমারকে 'পছন্দের দফতর'-সহ উপমুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর অনুগামীদের জন্য ৬টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিপদ বরাদ্দ করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'বরফ গলেনি'। যদিও কংগ্রেসের তরফে এমন 'প্রস্তাবের' কথা স্বীকার করা হয়নি। কংগ্রেসের ওই সূত্র জানাচ্ছে, কর্নাটক বিধানসভা ভোটে দলের বিপুল জয়ের জন্য শিবকুমারের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করলেও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলার কারণে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। দলের প্রতি দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির 'অতিসক্রিয়তা' শিবকুমারের বিপক্ষে যেতে পারে। আর এখানেই এগিয়ে রয়েছেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সিদ্দারামাইয়া। তা ছাড়া কর্নাটকের নবনির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়কদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশও সিদ্দারামাইয়াকে চাইছেন।

ঘটনাচক্রে, বুধবারেই শিবকুমারের বিরুদ্ধে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির অভিযোগের তদন্তে নামার জন্য সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন চেয়েছে সিবিআই। গত সেপ্টেম্বরে বেঙ্গালুরুর গ্রামীণ জেলার কনকপুরা, ডোড্ডা আলাহল্লি এবং সন্থে কোডিহল্লিতে কর্নাটক প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শিবকুমারের মালিকানাধীন বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিল তারা। ডিসেম্বরে সিবিআই হানা দিয়েছিল বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শিবকুমারের একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এরই মাঝে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে আর এক কেন্দ্রীয় সংস্থা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার সকালে বিক্ষিপ্তভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার সাথে রাজধানী আগরতলাও বৃষ্টিস্নাত হয়েছে। রাজপথে তোলা নিজস্ব ছবি।

জিরানীয়ায় রহস্যজনক মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। জিরানিয়া শচীন্দ্র লাল কলোনি এলাকায় এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। বাজার থেকে বাইসাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম চন্দন দেবনাথ।

বুধবার সকালে পথ চলতি মানুষ ড্রেনে মধ্যে তার মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে পরিবারের লোকজনদের খবর দেয়। ছুটে আসে জিরানিয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে পাঠায়। পরে চন্দন দেবনাথের মৃতদেহটি ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হাসপাতালে চন্দন দেবনাথেরের মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেচের জল না পেয়ে মেশিন ঘরে তালা দিলেন কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। কাঞ্চনপুর মহকুমার সুব্রত নগর এলাকায় কৃষি কাজে ব্যবহৃত জল না পেয়ে স্থানীয় কৃষকরা পাম্প মেশিন ঘরে তালা দেয়।

উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত সুব্রত নগর এলাকায় বুধবার কৃষি কাজে ব্যবহৃত জল না পেয়ে স্থানীয় কৃষকরা উত্তেজিত হয়ে পাম্প মেশিন ঘরে তালা ঝোলায়। কৃষকরা ক্ষোভের সঙ্গে জানান অতিসত্বর কৃষিকাজে ব্যবহৃত সুব্রতনগর এলাকার পাম্প মেশিন অপারেটরকে বদল করে নতুন পাম্প অপারেটর নিয়োগ করা হোক। অন্যথায় তারা আরো ব্যাপক ভাবে প্রতিবাদ জানাবেন।

দুর্গানগর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ, ক্লাসে তালা দিলেন অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। দুর্গানগর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ এনে বিক্ষোভ প্রদর্শন এলাকার জনগণের সাতচাঁদ ব্লক অন্তর্গত সাব্রুমের দুর্গানগর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ এনে বিদ্যালয়ের অপর একজন শিক্ষিকাকে ক্লাস রুমে বন্দি করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন গোটা এলাকার জনগণ।

জনগণের বক্তব্য বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক ছাত্রীদের প্রতি প্রতিনিয়ত অভব্য আচরণ করে, সুকলের পাশে থাকা তার নিজের রাবার বাগানে স্ক্রেপ সংগ্রহ করায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে, অবসর সময়ে নাকি শিক্ষক মশাইয়ের শরীরের ক্লান্তি দূর করার জন্য মাসাজের ব্যবস্থা করতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের, ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিন বক্স হাতিয়ে খাওয়া এমনকি তাদের বাড়ি থেকে সুস্বাদু পাকোয়ান রান্না করে না আনলে মারধরের ব্যবস্থাও রয়েছে বিদ্যালয়ে।

এমনটাই জানান এলাকার আপামর জনগণ। এলাকাবাসীর দাবি অতিসত্বর এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অপসারণ করে শীঘ্রই যেন নতুন শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দেন শিক্ষা দপ্তর। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বিদ্যালয় পরিদর্শক জার্নাং মগ এবং আটকে রাখা শিক্ষিকাকে মুক্ত করেন এবং এলাকাবাসীকে তাদের দাবি সম্বন্ধে আশ্বস্ত করে।

সাত সকালে স্বস্তির বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। বুধবারের সকালের ঝড়-বৃষ্টিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস শহরজুড়ে। একলাফে কমল তাপমাত্রা। বুধবার বেলা কিছুটা বারতেই আকাশ কালো করে মেঘের ঘনঘটায় আশায় বুক বাঁধে শহরবাসী। মুহূর্তের মধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দান করা মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে জিবিতে হয়রানির শিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। বিশ্বজিৎ সাহা নামে এক ব্যক্তি ২০০৮ সালে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে তার মরদেহ দান করেছিলেন। গতকাল তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

তারপর তার পরিবারের লোকজন মৃত দেহটি আই জি এম হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে মৃত দেহটি জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সকাল থেকে এখনো অব্দি মৃত দেহ নিয়ে তালবাহানা শুরু করে।

মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ সকাল থেকে তাদের হয়রানি করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং কোন ধরনের ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেয়। অসহায় পরিবারটি মৃত দেহের ডেথ সার্টিফিকেট অব্দি পাননি অবশেষে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে বিস্তারিত বিষয় তুলে ধরেন। এই ধরনের ঘটনায় বিভিন্ন মহলে তীব্র নিন্দার ঝর উঠেছে। তাহলে মরণোত্তর দেহদান করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আগরতলা থেকে কলকাতা সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। আগরতলা থেকে কলকাতা সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। বুধবার বাধারঘাট রেল স্টেশনে ১১টি কোচ বিশিষ্ট সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ইকোনমি ট্রেনের যাত্রা শুরু করলেন তিনি।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিমা ভৌমিক বলেন, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগরতলায় আরো একটি বিশেষ রেল পরিষেবার সূচনা করেছেন। তাই আজ শুধু ত্রিপুরা নয় গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনগনের জন্য আনন্দের দিন।

এদিন তিনি আরও বলেন, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ইকোনমি ট্রেনটি প্রতি বুধবার কলকাতার উদ্দেশ্য রওনা দেবে। ওই ট্রেনে ১১ টি কোচ একসঙ্গে ৮৮০ জন যাত্রী যাত্রায়াত করতে পারবেন এবং যাত্রায়াতের ভাড়া অন্যান্য রেল থেকে ১০ শতাংশ কম রয়েছে।

তারঁ দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের ১৬ মে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছেন। গতকালই প্রধানমন্ত্রীর কার্যকাল ৯ বছর পূর্ণ হয়েছে। তিনি উপহার হিসেবে ত্রিপুরায় অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত রেল চালু করেছেন।

বিচারক হেনস্তা মামলায় তিন বাম নেতার সাজা বহাল জেলা ও দায়রা আদালতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ মে।। বিচারক হেনস্তা মামলায় সিপিআইএমের তিন নেতার দুই বছরের সাজার নিম্ন আদালতের রায় বহাল রেখেছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা আদালত।

২০১৫ সালে ভারত বনধের দিন বিলোনিয়া আদালত বন্ধ রাখার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিল তিন সিপিআইএমের নেতা। বিলোনিয়া আদালতে হামলার ঘটনার সাথে জড়িত তিন অভিযুক্ত বিভাগীয় সম্পাদক তাপস দত্ত, ত্রিলোকেশ সিনহা এবং বাবুল দেবনাথকে বিলোনিয়া সিজেএম আদালত দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে সিপিআইএমের তিন নেতা দক্ষিণ জেলা ও দায়রা আদালতে আপিল করেছিলেন।

উল্লেখ্য, ওই দিনে আদালতে তৎকালীন জেলা ও দায়রা বিচারক রুহিদাস পালকে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করেছিলেন তিন সিপিআইএমের নেতা। পাশাপাশি তাঁর উপরও চাপ সৃষ্টি করেছিলেন আদালত বন্ধ রাখার জন্য।পরবর্তী সময়ে খবর পেয়ে সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন তৎকালীন বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং থানার ওসি। সে সময় পুলিশের পক্ষ থেকে স্বতঃ প্রণোদিত মামলা গ্রহণ করেছিল অভিযুক্ত বিভাগীয় সম্পাদক তাপস দত্ত, ত্রিলোকেশ সিনহা এবং বাবুল দেবনাথের বিরুদ্ধে। সে ক্ষেত্রে বিলোনিয়া জেএম ফাস্ট ক্লাস আদালতে মামলা চলেছিল তিন অভিযুক্তদের নামে ২২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল। এই মামলায় আইও ছিলেন এসআই শঙ্কর সাহা।

পুলিশ ৪৪৭/৩৫৩/৩৩২/৩৪ আইপিসি ধারায় চার্জসিট দাখিল করেছিল আদালতে। দীর্ঘ শুনানির পর আদালত ৪৪৭/৩৪ আই পিসি ধারায় দুই মাসের জেল এবং পাঁচশ টাকা জরিমানা করেছিল। অনাদায়ে আরো দশ দিন কারাবাসের সাজা দিয়েছিল। ৩৫৩/৩৪ আইপিসি ধারায় দুই বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে তিন অভিযুক্ত আলাদা আলাদা ভাবে জেলা আদালতে জামিনের জন্য আপিল করেন। আদালত তিনটি আপিলকে একসাথে করে আজ পুনরায় রায় ঘোষণা করেন। এতে নিম্ন আদালতের রায়কেই বহাল রাখেন জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক আশুতোষ পান্ডে।

মণিপুরে ত্রাণ শিবিরে আশ্রিতদের জন্য সামগ্রী পাঠাল ত্রিপুরার বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। মণিপুরে ত্রান শিবিরে থাকা লোকজনের জন্য ত্রান সামগ্রী পাঠাল ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যরা পতাকা নেড়ে সামগ্রী বোঝাই গাড়ির সূচনা করেন।সম্প্রতি মনিপুরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। বুধবার প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে খাবার সামগ্রী এবং বিভিন্ন পোশাক মনিপুর বাসীর জন্য পাঠানো হয়।

এদিন দুপুরে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সামনে থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা সবুজ পতাকা নেড়ে ফ্ল্যাগ আপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন বর্তমানে মণিপুরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আগামী দিন প্রয়োজন হলে এই ধরনের খাবার সামগ্রী

আরো পাঠানো হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরো বলেন সেখানে উত্তপ্ত পরিস্থিতির জন্য প্রচুর মানুষ গৃহ ছাড়া হয়ে ত্রান শিবিরে আশ্রয় নিয়ে। তাদের জন্য সহযোগিতা করতে মনিপুর সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। সে অনুযায়ী মনিপুরে ত্রান শিবিরে আশ্রয় নেওয়ায় মানুষের জন্য খাবার সামগ্রী এবং ত্রান সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড, সাংবিধানিক সমাধান, ইন্টারলোকেটর বিশ বাঁও জলে

প্রদ্যোতের নির্দেশে ভাষা নিয়ে রাস্তায় মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুতে প্রদ্যোত কিশোর দেব বর্মন নির্দেশ মেনে ঘূর্ণিঝড় মোকার মত ভাষা আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লেন দলীয় নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার রাতেই এডিসির সদর দপ্তর খুমুলুংএ সিবিএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ককবরক ভাষার রোমান্স স্ক্রিপ্ট ব্যবহার, ভিলেজ কমিটির নির্বাচন সহ একাধিক দাবি নিয়ে মথা যুব সংগঠন ও আইপিএফ এবং মহিলা সংগঠন টি ডব্লিউ এফ জোরালো মিছিল করে। এই মিছিল থেকে রাজ্য সরকারের কাছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দাবিও জানায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন তিপ্রা মথা নেতা তথা বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। ছবি নিজস্ব।

একইভাবে মথা বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা আজ মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে দেখা করে সিবিএসসি পরীক্ষায় ককবরক ভাষা রোমান্স স্ক্রিপ্ট ব্যবহারের দাবি জানান। পরে সংবাদমাধ্যমের সামনে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন। অথচ গ্রেটার তিপ্রালান্ডের বা সাংবিধানিক সমাধান এই বিষয়গুলি নিয়ে তিনি কোন কথাই বলেননি। মহারাজের আদেশ বা নির্দেশ মেনে দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে এখন ভাষা সমস্যার কথা তুলে আন্দোলন নামলেন। ছাত্র যুবদের ধরে রাখতে তার পরামর্শ মত এবার আন্দোলনে ঝাপালেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বরা। প্রশ্ন উঠছে বৃহত্তর জনজাতিদের স্বার্থে তিনি যে গ্রেটার তিপ্রালান্ডের ডাক দিয়েছিলেন তার বাস্তবতা কতটুকু হয়েছে বা আগামী দিনে কি হবে এ নিয়ে মহারাজের কোন উক্তি বা বার্তা এখনো পর্যন্ত শোনা যায়নি। গিরি বাসীরা সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। ভিলেজ কমিটির নির্বাচন এবং উপনির্বাচনের কথা মাথায় রেখে দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে মহারাজের আরেক বাণ নিক্ষেপ বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। সিবিএসসি ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা হয়।

সরকারও ১০০ টি স্কুলকে সিবিএসসির আওতাভুক্ত। এই বিষয়গুলি তুলে ধরে বিশেষ করে উপজাতি পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে সিবিএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ককবরক ভাষার রোমান স্কিপ্ট করার দাবি জানিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে টানা পদ্ধতি নিলেন বুবাগ্রা। সেই মতোই বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্ম সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সকলকে সরকারী চাকরি দেয়া সম্ভব নয় ঃ মন্ত্রী রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। সকলকে সরকারী চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয়। বুধবার শহরের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

সকলকে সরকারী চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে নানান প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান হচ্ছে। এটাই হচ্ছে ঘড়ে ঘড়ে রোজগার। বুধবার শহরের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। রাজ্যে ১৬৪ টি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কাজ করছে ২৪৬০ জন। নতুন করে আগরতলা শহরে ওষুধের দোকান খোলা হয়েছে ৭৯১ টি। এই তথ্য তুলে ধরেন মন্ত্রী। চাকুরী চাইলেই হবে না। চাকুরী দিতে হবে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এই টার্গেট পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষে লোক সংখ্যার অনুযায়ী এভাবে রক্তদানে শীর্ষ স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। এখন মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটনায় নানান সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যপক ভাবে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটা রাজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান তিনি।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ১১৪ ◻ ১৮ মে ২০২৩ইং ◻ ৩ জৈষ্ঠ্য ◻ বৃহস্পতিবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

জোটের রসায়ন কোন পথে ?

কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধী শিবিরে নিয়মিত হাজির থাকিতেছে তৃণমূল। মমতার মুখে বারবার শোনা গিয়াছে, "একের বিরুদ্ধে এক" প্রার্থী দেওয়ার কথা। তৃণমূলনেত্রী বিরোধীদের এক হইয়া বিজেপিকে হারাইবার ডাক দিয়াছেন। তাহার এই এক হওয়ার ফর্মুলার অন্যতম চাবিকাঠি, যেখানে যে শক্তিশালী সেখানে তাহাকেই ছাড়িয়া দিতে হইবে।এই পাটিগণিতের মধ্যেই আছে ২০২৪-এ বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার রসায়ন। এই আবহেই প্রায় রাহুল-মল্লিকার্জুনের দূত হইয়া নবান্ন ঘুরিয়া গেলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করিয়াও জানাইয়া দিলেন বিরোধী ঐক্যের চর্চার কথা। মমতার পরামর্শ অনুযায়ী নীতিশ কুমার "জয়প্রকাশ"এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সেই পটনাতেই হয়ত বিরোধী দলগুলোর সম্মেলন ডাকিবেন।এর মধ্যেই অ্যাডভান্টেজ কর্নাটক। তৈরি
হইল "দ্য কর্নাটকা স্টোরি"। গত শনিবার কর্নাটকে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল" জয় নিয়াও কালীঘাটের বাসভবনে মুখ খোলেন মমতা। তবে কংগ্রেসের জয় নিয়া একটা শব্দও উচ্চারণ করেননি মমতা। পরিবর্তে বিজেপির পরাজয়কেই বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন। যাহার জেরে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় আরও একবার কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক উঠিয়া আসিয়াছে।কর্নাটক জয়ের ঠিক ২ দিনের মাথাতেই সেই "দূরত্ব" সরাইয়া বিজেপি বিরোধী জোট গড়িতে কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা জানিয়ে দিলেন মমতা। তাহার মূলকথা, হাত ধরিতে আপত্তি নাই, যদি বাংলায় তৃণমূলকে গাল দেওয়াটা অধীররা বন্ধ করেন। মমতা বলেন, "আমরা কর্নাটককে সমর্থন করিব। অথচ, আপনারা রোজ এখানে আমাদের সঙ্গে লড়াই করিবেন, এটা তো ঠিক নীতি নয়।" কংগ্রেসের উদ্দেশে মমতার চেতাবনি, "ভাল কিছু জিনিস পাইতে গেলে, নিজের ক্ষেত্রে কিছুটা ত্যাগ করিতে হয়।" বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সকলেই "কিছু না কিছু ভাবিতেছেন" বলিয়াও মনে করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তাই তাঁহার অভিমত, "বাংলায় যেমন আমরা লড়াই করিব তেমনী দিল্লিতে আপ, বিহারে জেডিইউ, আরজেডি, কংগ্রেস। চেন্নাই, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা-সহ অন্য রাজ্যেও এই ভাবেই হইবে। উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদবরা প্রাধান্য পাইবে। আলোচনা করিয়া ঠিক হোক।" বাস্তবিক মমতা এদিন কর্নাটকবিজয়ী কংগ্রেসকে তাহার সীমানাও বাধিয়া দিয়াছেন।তাঁহার বার্তা, 'আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, ২০০টা আসনে কংগ্রেস শক্তিশালী, তাহারা সেখানে লড়ুক, আমরা তাহাদের সমর্থন করিব। কিন্তু, তাহাদেরও অন্য দলকে সমর্থন করিতে হইবে।" সবাই জানে, গত দু" মাসের মধ্যে, মমতার সঙ্গে কলকাতায় আসিয়া দেখা করিয়া গিয়াছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব, জেডিএস নেতা এইচডি কুমারস্বামী, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। পুরীতে পুজো দিতে গিয়া মমতা দেখা করিয়াছিলেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে।

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে সিদ্দারামাইয়া ! অনুগামীদের ভিড় বেঙ্গালুরুর বাসভবনে

বেঙ্গালুরু, ১৭ মে (হি.স.): কর্ণাটকে বিরাট সাফল্যের পরে জয়ী বিধায়কদের নিয়ে বারবার বৈঠকে বসছে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। তবে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে এখনও রয়েছে ধোঁয়াশা। এখনও পর্যন্ত যা খবর পাওয়া যাচ্ছে, কিছুটা এগিয়ে রয়েছে কর্ণাটকের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া। অন্যদিকে, ডিকে শিবকুমারের নামও ভেসে আসছে। তবে কংগ্রেস শিবির থেকে এখনও এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।
এরই মধ্যে সিদ্দারামাইয়ার বেঙ্গালুরু বাসভবনে ভিড় জমালেন অনুগামীরা। পোস্টারে দুধ দিয়ে ধুইয়ে দিলেন প্রিয় নেতার মুখ। সিদ্দারামাইয়ার সমর্থকরা আনন্দে আতশবাজিও ফাটান। তাঁদের এই আসলে সত্য হয় কি-না, সেটাই দেখার।

২৭-তম বার মাউন্ট এভারেস্ট জয় নেপালের কামি রিতা শেরপার, গড়লেন রেকর্ড

কাঠমান্ডু, ১৭ মে (হি.স.): রেকর্ড গড়ে ২৭-তম বারের মতো মাউন্ট এভারেস্টে আরোহণ করলেন নেপালের কিংবদন্তি পর্বতারোহী কামি রিতা শেরপা। বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে ২৬-তম বারের মতো আরোহণের নিজস্ব রেকর্ড ভাঙলেন ৫৩ বছর বয়সী এই পর্বতারোহী। তাঁর অভিযানের আয়োজক সেভেন সামিট ট্রেকস জানিয়েছে, বুধবার সকালে কামি রিতা ৮,৮৪৮.৮৬ মিটার উচ্চতার পর্বত শৃঙ্গ জয় করেন।
সেভেন সামিট ট্রেকসের চেয়ারম্যান মিংমা শেরপা বলেন, আজ সকাল সাড়ে ৮টায় কামি রিতা অবিশ্বাস্যভাবে ২৭তমবারের মতো এভারেস্ট জয় করেছেন। সেভেন সামিট ট্রেকস প্রাইভেট লিমিটেডের সিনিয়র ক্লাইম্বিং গাইড হিসেবে কর্মরত কামি রিতা ১৯৯৪ সালের ১৩ মে প্রথমবার মাউন্ট এভারেস্টে আরোহণ করেন। এভারেস্ট ছাড়াও তিনি একবার করে কে ২ এবং লোতে, তিনবার মানাস্লু এবং চো ওয়ু আটবার আরোহণ করেছেন।

স্ত্রী ও পুত্রের হাতে খুন ব্যক্তি, গ্রেফতার তিন

নরেন্দ্রপুর, ১৭ মে (হি. স.) : স্ত্রী ও ছেলেদের মারে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার খুদিরাবাদে । মৃতের নাম শেখ গুলাম মহম্মদ(৫৪) । তার দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে মৃতের স্ত্রী রসিদা বিবি সহ তার দুই ছেলে শেখ সাবির মহম্মদ ও শেখ সাহিল মহম্মদকে। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৪ ধারায় অনিচ্ছাকত খুনের মামলা রুজু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ধৃত তিনজনকেই বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ সূত্রের খবর, কসবা বোসপুকুরের বাসিন্দা শেখ গুলাম মহম্মদ। নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার খুদিরাবাদে কয়েকবছর আগে তারা জায়গা কিনে বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেন। সম্প্রতি সংসারে আর্থিক অনটন চলছিল । সেইকারণে তাদের মধ্যে চরম অশান্তি চলছিল কয়েকদিন ধরেই। গতকালও এই পরিবারের মধ্যে তুমুল ঝগড়াঝাটি হয় বলে প্রতিবেশী ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তখনই স্ত্রী ও দুই ছেলের সাথে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন শেখ গুলাম মহম্মদ । তার জেরেই মত্যু হয় গুলামের। প্রতিবেশীদের অভিযোগ ঘটনার পর বাথরুমে পড়ে মত্যু হয়েছে বলে জানানো হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। মৃতের মেজভাই শেখ গোলাম হোসেন এই ঘটনায় দষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন । মতের মা আনোয়ারা বিবি জানিয়েছেন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি চলছিল । স্ত্রীর উসকানিতে দুই ছেলে মিলে বাবাকে মারধোর করত বলে তার অভিযোগ। তার ছেলের খুনের ঘটনায় কেউ যাতে ছাড়া না পায় তার দাবী জানিয়েছেন তিনি।

ব্যান বললেই কি ছবি উঠে যায় ?

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আমরা রসের, সত্যের সন্ধান করি। কখনও ভাষায়, কখনও বা তুলিতে, পাথরে, স্বরে। অবশ্যই সিনেমাতে। যাকে আমরা বাঙালিরা ছবি বলি। ছবি এমন এক মাধ্যম যা সবসময় নিজেকে ঘোষণা করতে চায়। আমাদের দেশে বলে না, বিশ্বের সর্বত্র সে নিজেকে দেউল করে তবুও প্রকাশের কার্পণ্যতা সহ্য করে না। কখনও করবেও না। এবং সেই ছবির মাঝে আমরা দর্শকরা যদি নিজেদের হৃদয়ের ধ্বনি অনুভব করি তখন সব বাধা; শত ' না' , হাজার সেনসর ; জোর করে করা ব্যান সবকিছুই ফুঁকে দিতে পারি। ২০০৪ এ স্টিভেন স্পিলবার্গ যখন ' দ্য টার্মিনাল ' ছবিটি মুক্তি করলেন তখন সিনেমা প্রেমিদের বিশ্বজোড়া হৈ চৈ। সানিরি নামে এক ব্যক্তির অদ্ভুত জীবন মোড়ের ওপর নির্মিত ছবি। যে নাসিরি পলিটিকাল পারসিকিউশানে ইরান ছাড়ে। রিফিউজির তকমা দিল বেলজিয়ামের ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজি। ইউরোপে এদেশ ওদেশ থাকার পর, ভবঘুরে নাসিরি ১৯৮৮ তে মনস্থির করল যে ; সে লন্ডনে পাকা ভাবে থাকবে। তারপর যত বিপদ। বিমানে সব নথি হারিয়ে গেল। ব্রিফকেশটাও খোয়া গেল। না আছে কোনো তথ্য আর না প্রমান। পুলিশ গ্রেফতার করতে বাধ্য হল। কিন্তু কাগজ কোথায় ? এয়ারপোর্টরেঁ বাইরে তো হিসেব মতো নাসিরি যেতেই পারে না। ব্যাস, থাকতে হল টার্মিনাল-১ এর ডিপার্চার লাউঞ্জে। একদিন দুদিন, একমাস দু মাস নয়। টানা ১৮ বছর। ফরাসী সরকারের দাবি তার কাগজ ছিল বলেইতো ফ্রান্স থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে বিমানে উঠতে পেরেছিল। তাই বিমান বন্দরেই থাকবে, ফিরবে না ফ্রান্সের দিকে কারণ এই মুহূর্তে নাসিরির কোনো বৈধ কাগজ নেই যে।ওই এয়ারপোর্ট টার্মিনারে বসেই ফরাসি মানবাধিকারের আইনজীবীর সাহায্য পান নাসিরি। হাজার নিয়মের কচকচানি। বিমান বন্দরেই সে খেত। ঘুমাতো। অফিসারদের সাথে আড্ডা দিত। আরো আশ্চর্য, ড্রিমওয়ার্ক প্রযোজনা নাসিরির অনুমতি নিয়েই এই ছবিটি নির্মাণ করে। জীবনকাহিনীর স্বত্ব সে বিক্রি করে আড়াই লক্ষ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে। সেই পুঁজি নিয়ে নাসিরির বাকি জীবন কেটে যায়। নাসিরি যদি মনে করতেন ; না আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে ; থাক আমার জীবনের এমন অদ্ভুত ঘটনা নিয়ে ছবি নাই বা হল। তবে তো হলিউড এমন এক ছবি উপহার দিতেই পারত না। ছবির ব্যাপারে 'না' একমাত্র দর্শকরাই ঠিক করতে পারে। এর বাইরে যদি ' না' চাপিয়ে দেওয়া যায়না। দ্য টার্মিনাল এর পর এয়ারপোর্ট অথরিটি, ফ্রান্স সরকার বা মানবতা কর্মী অনেক দিক থেকেই রব উঠতে পারত। সবাই যে একটা মানুষের ১৮ বছর এয়ারপোর্ট বন্দিদশার জন্য একটু একটু দায়ী। কিন্তু কেউ সেই দৃষ্টিকোণে দেখেনি। দেখেনি কারণ এটা ছবি। এটা কাউকে আক্রমন করার উদ্দেশ্য তৈরি হয়না। তৈরি হয়- মানুষের জন্য। ছবির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একমাত্র দর্শক। কিন্তু সেই পরিপক্বতা সিস্টেম হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ হারিয়েছে। তাই কেরালা স্টোরির মত এক সতর্কতামূলক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত ছবিতে মমতা ব্যানার্জি খুঁজে খুঁজে কেবলমাত্র ধর্মীয় উস্কানি পেলেন। মনে হল এই ছবির বিনিময়ে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ তৈরি হতে পারে। এই ছবি জঙ্গিদের থেকে সতর্কতামূলক ছবি, বিশেষ করে উঠতি বয়সের মেয়েদের জন্য এক সতর্ক বার্তা। এই ছবির বিরুদ্ধে সারা দেশের কোথাও একটাবারও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের আওয়াজ উঠছে না। দেশের কোথাও কোনো প্রান্তে মুসলিমদের বিরক্তির প্রতিক্রিয়া নেই। এ দেশ কেন- বিশ্বের যেখানে যেখানে সিনেমা হলে জায়গা করেছে কেরালা স্টোরি তার কোথাওই কোনো সমস্যা নেই। এই ছবি- লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে। এবং লাভ জিহাদের পর মেয়েদের জঙ্গি কার্যে বলপূর্বক ব্যবহারের এক করুণ ছবি। যা কেবলমাত্রই সামাজিক এবং মানবিক আঙ্গিকে ঘেরা। তবে? তবে কিসের ভয়ে সরকারের পক্ষ থেকে একটা ছবি হাউসফুল চলা কালীন তার ওপর ব্যান চাপিয়ে দেওয়া গেল! ব্যান করে কি মানুষের ইচ্ছেকে ব্যান করা গেল। সামাজিক মাধ্যমে নানান ভাবে হাতে হাতে ঘুরছে এই ব্যান হওয়া কেরালা স্টোরি। হ্যাঁ হলের মতো আনন্দে গা এলিয়ে পপকর্ন খেতে খেতে দেখা হল না আমাদের; পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের। কিন্তু দেখা কে আটকাতে পারল! গা এলিয়ে দেখার ছবিও যে না এটা, গায়ে কাঁটা দেওয়ার ছবি। এতদিন জানতাম, সরকার বা সিস্টেমের বিরুদ্ধে কোনো ছবি করলে, বা বিশেষ কোনো বিতর্কিত বায়োপিক বানালে অথবা সিস্টেমের দুর্বলতার সিনেমা তৈরি হলে - সিস্টেম রাগ করে। তখন তাতে যদি ব্যান নাও লাগে, কিন্তু তা প্রচারের আলোয় কম আসতে পারে। একটা নিমপাতা চিবানো প্রতিক্রিয়া দেয় সিস্টেম। এই বোধহয় প্রথম ঘটল পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে কোনো রাজ্য সিস্টেম বিরোধী, চরিত্র সমালোচনার ছবি না হয়েও, সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গের কাহিনী চিত্র না হয়েও- পশ্চিমবঙ্গে ছবি ব্যান। এই ছবি ব্যান অনেকটা যেন ঠাকুর ঘরে কে আমিতো কলা খাইনি। পাছে এ রাজ্যের সংখ্যালঘু অংশ চটে যায়, পাছে একজন সংখ্যালঘুও কপাল কুঁচকায়- তাই তড়িঘড়ি ছবির ওপর তালা। এবার যদি আইনি ফাঁকতালে ছবিটির ওপর অফিসিয়াল ব্যান উঠেও যায়, তা সত্ত্বেও হল মালিকদের একটা কিন্ত কিন্ত থেকেই যাবে রমরম করে সিনেমাটা চালাতে। একই ঘটনা এ রাজ্যে সাম্প্রতিক ঘটল কাশ্মীর ফাইলস এবং গান্ধী গডসে এক যুদ্ধ- দুটি ছবি নিয়েই। দুটি ছবি ব্যান হয়নি ঠিকই কিন্ত যে ভাবে ব্যানার পোস্টার ছাড়া টিমটিম করে দু একটা শো তে জেগে ছিল- তাতে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ জানতেই পারেননি শো কোথায় কখন। একটা ছবিকে বাইরে থেকে দেখলে, বা তার ট্রেইলারে তার স্বাদ অর্থ গভীরতা নেওয়ার মতো বোকামি অপরিপক্কতা কিছুই হয়না। অনেকেই সেই ভুল করে। যে অপরিপক্কতা রাজ কুমার সন্তোসীর গান্ধী গডসে এক যুদ্ধ ছবিকে নিয়ে সদ্য মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সরকার করল। ট্রেইলার দেখেই ওরা বিরক্ত, মন্তব্য চলে আসল - এই ছবিতে গান্ধীজীকে ছোটো করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতা পি সি শর্মা ছবিটির ব্যান চেয়ে বসেছিলেন। কংগ্রেস নাকি বিস্মিত কেমন করে সেন্সর বোর্ড এমন ছবির ছাড়পত্র দেয়! সবাইকে অনুরোধ করব- কেরালা স্টোরির মত , গান্ধী গডসে এক যুদ্ধ দেখার। যে ছবি না কাউকে আঘাত করেছে আর না কাউকে হিরো বানিয়েছে। যে ছবি প্রতিটা দৃশ্যে দৃশ্যমান করেছে নীতি যুদ্ধ। নীতির লড়াই। নীতির কলহকে। কে ঠিক? কে ভুল? মানুষ ঠিক করুন। তাই ছবির দায়িত্ব একজন পরিচালক ন্যস্ত করেন দর্শকের কাছে। কোনো নেতা, সরকার, প্রতিষ্ঠান এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারেনি। যখনই করতে গিয়েছে তখনই একটা শিল্পকে অঁচড়ে তাকে যন্ত্রনা দিয়েছে। একটা বার্তাকে বিচারের দায়িত্ব দেয়নি মানুষের হাতে। অপেক্ষা করেনি জনতার রায়ের। প্রতিক্রিয়ার। যদি বিরুপ প্রতিক্রিয়া দর্শকের বিভিন্ন স্তর থেকে উত্থাপিত হয়, তখন সেই ছবির গন্তব্য বিষয়ে ভাবনা চিন্তার অবকাশ থেকেই যায়। যদি একটা সিনেমার ফলে কোনো জাতি গোষ্ঠীর স্পর্শকাতর লাগে তখন সে সিনেমার প্রকাশ হলেও পরিবেশনা এবং পরিবেশনার সময় বিষয়ে ভাবনা চিন্তার অবকাশ থেকে যায়। যা ঘটেছিল সঞ্জয় লীলা বনসালির পদ্মাবতী র ক্ষেত্রে। রাজস্থানের করণী সেনা সংগঠন বিশেষ কিছু স্পর্শকাতর দৃশ্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। তারা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন এই ছবি দেখানো যাবে না। তাই রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ গুজরাত হরিয়ানা সরকার দর্শকের সমাজের প্রতিক্রিয়াকে মান্যতা দিয়ে ছবিটির হল শো - তে বাধা আনে। ব্যান থাকে সাময়িক এবং মহামান্য ভারতের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে পুণরায় সে ব্যান উঠে যায়। গুজরাতে (২০০৬) যখন ফানা সিনেমাটি ব্যান করা হয়েছিল তখন স্পষ্ট জানানো হয়- ছবির বিষয়বস্তু বা দৃশ্য নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। আমীর খান সর্দার মানসরবরের বিরুদ্ধাচারনে যে সকল মন্তব্য করেছিলেন তাতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মানুষ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। আমীর খান ক্ষমা প্রদর্শন করলেই বরফ গলে যেত এবং ছবি রমরমিয়ে চলত। কিন্ত খান ক্ষমা চাননি। উদাহরণ উঠবেই পারজানিয়ার (২০০৪)। গুজরাত সরকার কিন্ত যা ব্যান করেনি। গুজরাত সিনেমা থিয়েটার সংগঠনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল পারজানিয়া তারা কেউই দেখাবেন না। তাই পশ্চিমবঙ্গ আর কিছু হোক বা নাই হোক হঠাত ব্যানের নজির গড়ল। যার অন্তরালে না আছে পশ্চিমবঙ্গের কোনো রাজনৈতিক কারণ , না পশ্চিমবঙ্গ সিস্টেমের কোনো দুর্বলতার পটভূমিতে বানানো এই ছবি। তাই কারণ সবার কাছেই অধরা। উপকারণ যে মমতা ব্যানার্জির সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক তা কিছুটা অনুমেয়। পৃথিবীর কোনো দেশেই নির্বিঘ্নে ছবিঘর চলেনি। কখনও রাজনৈতিক তো কখনও সামাজিক কারণে ছবির টানাপোড়েনে ছাড়পত্র এসেছে, কখনও আসেনি। যখন সেন্সর বোর্ড ছাড়পত্র দেয়না তখন সে ছবি ব্যান। শিল্পের খাতিরে সেই ব্যানকেও পুরোপুরি সমর্থন করা যায়না। কিন্ত রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত হিসেবে তা মন্যতা দিতেই হয়। সব রাষ্ট্রের সিনেমা আগ্রহী মানুষের কপালে তাই সব সিনেমার ভাগ্য খোলা থাকেনা। কিন্ত সেন্সর বোর্ড উত্তীর্ণ সিনেমার বিচার একমাত্র দর্শকরাই করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে যে ক" টা দিন কেরালা স্টোরি হলে হৈ হৈ করে চলল, তাতে দর্শক মহল থেকে কোনো এমন প্রতিক্রিয়াই আসেনি যা রাজ্যের সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঋণাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। নতুন ঠাকুর যখন ২০১৯ এ, এক আর টি আই - তে জানতে চেয়েছিলেন ভারতের কটা সিনেমাতে সেন্সর বোর্ডের ব্যান লেগেছে। উত্তরে সংখ্যাটা এসেছিল শেষ ১৬ বছরে (জানুয়ারি ১, ২০০০ থেকে ৩১ শে মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত)৭৯৩ টি ছবি। তাতে বিদেশী ছবির সংখ্যা ছিল ২০৭ টি। প্রসঙ্গত আদমখোর হাসিনা, কাতিল শিকারী, পিয়াসি চাদনি, মধুর স্বপন, খুনি রাত, মনচলি পড়োশন, সেক্স বিজ্ঞান- এইসব ছবি শুধুই যৌনতা এবং অপরাধজগতের ওপর। মনে করা হয়েছিল এগুলির না আছে কোনো কাহিনী, না আছে কোনো সামাজিক বার্তা। ছবি তৈরি করলেই তা ছবি হয়না। তা অর্থ এবং বার্তাবহ হতেও লাগে। তাই এই সব নামগোত্রহীন সিনেমা আর ১৯২১ এ ভক্ত বিদুর ব্যান এক কথা নয়। ভক্ত বিদুর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা কান্ডের পটভূমিতে তৈরি ছবি। ব্রিটিশ সরকারের 'না' তো থাকবেই। ১৯৩৯ এর ত্যাগভূমি ছবিকেও ব্রিটিশরা ব্যান করেছিল। কারণ ওই ছবি মুক্তি পেলে মানুষের মনে দেশাত্মবোধ যে আরো বৃদ্ধি পাবে। এর পরেও উল্লেখযোগ্য ভাবে যখন দ্য ভিঞ্চি কোড (২০০৬) অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্কানায় ব্যান করা হল তার পিছনেও ছিল খ্রিস্টান এবং মুসলিম সমাজের বিক্ষোভ। বা ২০০৫ এর ট্যাঙ্গো চারলি। অসমে নাকচ হয়ে যায়। কারণ বোডো উপজাতিকে বড্ড খাটো করা হয়েছিল ওই ছবিতে। একই ঘটনা ঘটল ২০১৫ তে ছত্তিশগড়ে। এম এস জি -২ দ্য ম্যাসেঞ্জার সিনেমায় উপজাতিদের সম্মানের ঘাটতি ছিল। কিংবা ২০১৩ তে কেরালা ব্যান করল প্যাপিলো বুদ্ধ। আওয়াজ উঠেঠিল সমাজের নানান স্তর থেকে। সত্যি বলতে সিনেমা ব্যান করার তেমন বড় রেকর্ড পশ্চিমবঙ্গের ছিল না। ১৯৯২ তে সিটি অফ জয় - এর সুটিং বন্ধ হয়েছিল কারণ ছিল কলকাতাকে ছোটো করে উপস্থাপন হচ্ছে। তারপর ২০১৩ তে কাঙ্গাল মলসত। যা উগ্র গালমন্দ এবং সেক্সুয়াল দৃশ্য ধরেছিল। সেন্সর বোর্ডের তরফে' না ' ছিল। পরে কিছু এডিট করা হলে তা ছাড়পত্র পায়। সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স থাকলেই আমাদের দেশের সেন্সর বোর্ড না করে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। ১৯৭২ এর লাস্ট ট্যাংগো ইন প্যারিস তবে ব্যান হল কেন? আর্জেন্টিনা থেকে ব্রাজিল, ইতালি থেকে পর্তুগাল সর্বত্র ব্যান। ব্যান করেছিল ভেনিজুয়েলাও। এতো সেক্সুয়াল ক্রাইম দেখালে মানুষের নৈতিক চরিত্র নষ্ট হবে - তাই ছবি ব্যান। একই যুক্তিতে ১৯৭১ এর - অ্যা ক্লক ওয়াইজ অরেঞ্জ বাতিলের খাতায় নাম তুলল। ধর্ষণ আর ভায়োলেন্স। না না- এসব সিনেমা চলবে না। ধর্মের জাঁতাকলে বন্ধ হয়েছিল ১৯৮৮ র দ্য লাস্ট টেম্পটেশন অফ ক্রাইস্ট। তারপর যখন ২০১৫ তে চাইল্ড ৪৪ তৈরি করলেন ডেনিয়াল এসপিনোসা। তখনও ছবি নাকোচ। কেন? কি অন্যায় করল সে ছবি? স্তালিনের গনহারে শিশু হত্যার ছবি যে ওটা। কমনওয়েলথ দেশ গুলো একজোটে বলল না চলবে না। দেখানো যাবে না। তবে কোন যুক্তিতে ব্যান হয়েছিল ১৯৯৩ এর দ্য ব্লু কাইট ! চিনের পাঁচিলে আটকে গেল ছবির পথচলা। ছবিতে তুলে ধরা হয়েছিল ১৯৫০-৬০ এ বেজিং পরিবারের চিত্র। তাদের খুঁটিনাটি। হানড্রেড ফ্লাওয়ার ক্যাম্পেইন। কালচারাল রিভেলিউশন। তবে কি দোষ করল ছবি? ছবিতে নেতাদের সিস্টেমের অসংখ্য দুর্বলতার নকশা ছিল। তাই ছবি বাতিল। ২০২০ তেও ইরানের দেয়ার ইজ নো এভিল ছাড়পত্র পেল না। যখনই একজন পরিচালক রাজনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক রাষ্ট্র ষড়যন্ত্রভিত্তিক বা বিপ্লবভিত্তিক ছবি নির্মাণ করেন তা একটা বাজি। বাজি কারণ, কোনটা বা কোন কোন দৃশ্য, ঘটনা, ইতিহাসক্রম কতোটা যে গ্রহণযোগ্য হবে বা কতোবার তাকে এডিট করতে হবে তা তিনি ততক্ষণ জানেননা যতক্ষণ না সেন্সর বোর্ড হ্যাঁ কিংবা না বলছে। যত ছবি ব্যান হয় তার পিছনে অসংখ্য নির্দিষ্ট মানুষের সেন্টিমেন্টতো থাকেই। এই প্রথম কেরালা স্টোরি - যা একমাত্র জঙ্গিদের সেন্টিমেন্টে আঘাত দেবে। তাই এর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ নির্ঘাত জঙ্গিদের পক্ষে করা সম্ভব না। তাই এ বড় অবাক করার ঘটনা ঘটাল পশ্চিমবঙ্গ, একে ব্যান করে। শিল্পের বিচারে সবকিছুই হ্যাঁ। যেটুকু কখনও কখনও না বলা হয় তা রাষ্ট্র ও সামাজিক পরিস্থির বিচারে। কেরালা স্টোরি আরো বেশী করে হ্যাঁ করা উচিত কারণ এ এক সচেতনতার ছবি। বাস্তব ভিত্তিক ছবি। নারী সুরক্ষার ছবি। সর্বোপরি সেন্সর বোর্ডের উত্তীর্ণ ছবি।আমরা বাঙালিরা ছবির ব্যাপারে মননশীল এবং শ্রদ্ধাশীল। ছবি বাছাই করার জোর আমাদের আছে। মৃণাল সেনের শতবর্ষ সে রাজ্যে পালন হয় ঠিক সে সময়েই ছবি ব্যান বড্ড বেমানান। প্রেক্ষাগৃহ রাজনীতিতে ছবি এবং তার জনপ্রিয়তা থেমে থাকেনি। থাকবেও না। রিল আপাত বন্ধ থাকে মাত্র।

পৃথিবী আলোর বেগে ঘুরলে কী হতো ?

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

বছরে একবার পৃথিবী ঘুরে আসে সূর্যের চারপাশে। কথাটা উল্টোভাবেও বলা যায়। পৃথিবীর সূর্যের চারপাশে একবার ঘুরে আসলে এক বছর হয়। এর অর্থ, আমরা ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড বেগে ঘুরছি সূর্যকে কেন্দ্র করে। তারপরও চলুন, পৃথিবীর বার্ষিক গতি আরও বাড়িয়ে দেওয়া যাক। তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে আসুন কল্পনা করার চেষ্টা করি, পৃথিবী আলোর বেগে ছুটলে কী হতো। পৃথিবীর মতো স্থির ভরের বস্তু কি আদৌ চলতে পারত আলোর বেগে? কিংবা আলোর বেগের কাছাকাছি গেলে কি বদলে যেত পৃথিবীর ভর? আর পৃথিবীর বাসিন্দা, অর্থাৎ আমাদের অবস্থাই-বা কেমন হতো উচ্চবেগে ছুটে চলা সেই পৃথিবীতে?

আমাদের মহাবিশ্বের কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ লাখ কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার। এই দূরত্ব পাড়ি দিয়ে সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে সময় লাগে প্রায় ৮ মিনিট। আর চাঁদ থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছাতে সময় লাগে মাত্র ১ সেকেন্ড। স্থির ভর আছে, এমন কিছুকে আলোর বেগে গতিশীল করা সম্ভব নয়। কারণটা সহজ, ভরযুক্ত কোনো বস্তুকে আলোর বেগে গতিশীল করার জন্য গতি যত বাড়ানো হয়, বস্তুর ভরও তত বাড়ে। আলোর সমান বেগ হয়ে গেলে বস্তুর ভর অসীম হয়ে যায়। লরেঞ্জ রূপান্তর থেকে গতি ও ভরের এই সম্পর্কটি আমরা দেখতে পাই। বাস্তবে কোনো বস্তুর ভর অসীম হতে পারে না। আর সেটা হলেও, অসীম ভরের কোনো বস্তুকে নড়াতে হলে অসীম পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন। এটাও বাস্তবে অসম্ভব। অন্তত এখন পর্যন্ত মহাবিশ্বকে আমরা যতটুকু বুঝতে পারি, তাতে সম্ভব নয়। স্থির ভরের কোনো বস্তু তাই সর্বোচ্চ আলোর ৯৯.৯৯ শতাংশ বেগে চালানো সম্ভব।

কথা হলো, পৃথিবী যদি এমন উচ্চবেগে সূর্যের চারপাশে ঘুরত, তাহলে কী হতো? আসুন, যৌক্তিক কল্পনার সাহায্যে বিষয়টি দেখার চেষ্টা করি।

এ মুহূর্তে পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০ কিলোমিটার বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। আমাদের কাছে বেশ দ্রুত মনে হলেও আলোর তুলনায় পৃথিবীর বেগ আসলে খুবই সামান্য। মাত্র ০.০১ শতাংশ। বুঝতেই পারছেন, তাত্ত্বিকভাবে পৃথিবীর গতিবেগ আরও বাড়ানোর সুযোগ আছে। গতি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হতো বিড়াম্বনা। যেমন পৃথিবীর বেগ যদি সেকেন্ডে মাত্র ৪২ কিলোমিটার হতো, তাহলে সূর্যের মহাকর্ষ বল ছিন্ন করে ফেলতে পারত পৃথিবী। সেক্ষেত্রে নীল এই গ্রহটি নিজ কক্ষপথ ছেড়ে ছুটত অসীম পানে। পৃথিবী পরিণত হতো শীতল, প্রাণহীন এক ভবঘুরে গ্রহে। নক্ষত্রের তাপ আর পৃথিবীকে উষ্ণ করে তুলতে পারত না।

এ বেগে তিন বছর চললে পৃথিবী পৌঁছে যেত নেপচুনের কাছাকাছি। সেজন্য অবশ্য শনি ও বৃহস্পতির মতো গ্রহকে নিরাপদে পাশ কাটাতে হবে। যাত্রাপথে দানবীয় এসব গ্রহের সঙ্গে ধাক্কা খেলে সেখানেই থেমে যাবে পৃথিবীর ছুটে চলা। বিলীনও হয়ে যেতে পারে অস্তিত্ব। ধরে নিই, কোনো সমস্যা ছাড়াই পৃথিবী এ গতিতে সৌরজগতের বাইরে চলে গেল। পরিণতি কী হবে, সেটা যেকোনো মানুষকে আলোর ৯০ শতাংশ বেগে গতিশীল করতে চাইলে প্রয়োজন হবে পৃথিবীতে ব্যবহৃত প্রায় ৫ দিনের মোট শক্তি। বুঝতেই পারছেন, পুরো পৃথিবীকে এ বেগে চালাতে হলে কী বিশাল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। এত শক্তি কোথায় পাওয়া যাবে? এর একটা উপায় হতে পারে, অতি দ্রুতগতির কোনো নক্ষত্রের গতিপ্রক্রিয়া অনুসরণ করা। মহাবিশ্বে এদের খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। এদেরকে বলা হয় হাইপার ভেলোসিটি স্টার। আলোর প্রায় ৩৩ শতাংশ বেগে গতিশীল থাকতে পারে এসব নক্ষত্র। আমাদের পুরো গ্যালাক্সিতে এ ধরনের নক্ষত্র আছে মাত্র ১ হাজারটির মতো। এর কারণ, অতি বেগসম্পন্ন এসব নক্ষত্রের জন্য বিশেষ পরিবেশ প্রয়োজন। ব্ল্যাকহোলকে কেন্দ্র করে ঘোরে এসব নক্ষত্র। তবে একক ব্ল্যাকহোল নয়। দুটি ব্ল্যাকহোল একে অপরকে ঘিরে চক্কর খাচ্ছে, এমন ব্ল্যাকহোলের পাশে এদের পাওয়া যায়। দুটি ব্ল্যাকহোল একে অন্যকে প্রদক্ষিণ করার কারণে গতি বাড়তে থাকে, যতক্ষণ না তারা মিলিত হচ্ছে। ব্ল্যাকহোল দুটি একত্রিত হলে মহাকর্ষ তরঙ্গে ওঠে এক বিশাল ঢেউ। এই ঢেউয়ের ধাক্কায় পাশে থাকা নক্ষত্র প্রচণ্ড বেগে মহাশূন্য ধরে ছোটা শুরু করে। পৃথিবীর বেগ আলোর কাছাকাছি নিতে হলে এমন এক জোড়া ব্ল্যাকহোলের আশেপাশে যেতে হবে আগে পৃথিবীকে। তারপর তাদের মধ্যকার সংঘর্ষের কারণে পৃথিবী ছুটবে আলোর কাছাকাছি বেগে। খুবই সহজ ব্যাপার। তবে সমস্যা এখনও শেষ হয়নি। আলোর বেগে নাহয় পৃথিবীকে গতিশীল করা গেল, কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগের অবস্থা কী হবে? উচ্চগতিতে চললে পৃথিবীর ভর বেড়ে যেত, এ কারণে এর অভিকর্ষজ ত্বরণও বাড়ত। ফলে, ওজন বেড়ে যেত পৃথিবীবাসীর। উচ্চ গতিতে চলার কারণে রাতের আকাশে আমরা আর নক্ষত্র দেখতে পেতাম না। কারণটা ডপলার ক্রিয়া। এ ক্রিয়ার ফলে যখন কোনো তরঙ্গ আমাদের দিকে ছুটে আসে বা আমরা কোনো তরঙ্গের দিকে ছুটে যাই, তখন সে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কমে যায়। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কমলে বেড়ে যায় কম্পাঙ্ক। আর কোনো তরঙ্গ আমাদের থেকে দূরে ছুটে গেলে সে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে কমে যায় কম্পাঙ্ক। উচ্চবেগে ছোটার কারণে পৃথিবীতে আসা সাধারণ আলো পরিণত হতো উচ্চ কম্পাঙ্কের আলোতে। দৃশ্যমান আলোর বদলে পৃথিবীতে এসে পড়ত এক্স-রের মতো উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ। আমরা যেহেতু খালি চোখে এক্সরে দেখতে পাই না, তাই আকাশ হতো পুরোপুরি অন্ধকার। তবে ক্রমাগত এক্স-রে বিকিরণের মাঝে থাকায় গণহারে ক্যান্সারের মতো জটিল স্বাস্থ্যগত সমস্যার মুখোমুখি হতো মানবজাতি। নক্ষত্র থেকে এখনও এসব উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ এসে পৌঁছায় পৃথিবীতে। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল যথেষ্ট পুরু হওয়ায় এ বিকিরণ আর ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত আসে না। আলোর কাছাকাছি বেগে ছুটতে থাকা পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল বিলীন হওয়ার একটি আশঙ্কা আছে। সেক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারত না জীবেরা। মারা পড়ত সব। যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন, পৃথিবীর উচ্চবেগে ছুটে চলার বিষয়টি আনন্দের কিছু হতো না। বরং পৃথিবী এখন যে বেগে ছুটছে, সেটাই আমাদের জন্য আদর্শ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সেপ্টেম্বরেই আখাউড়া-আগরতলা রেলপথের উদ্বোধন

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৭।। বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েল গেজ রেলপথ প্রকল্পের কাজ আগামী জুন মাসেই শেষ হবে। এরপর ট্রায়াল রান শেষে আগামী সেপ্টেম্বরেই রেলপথটি খুলে দেওয়া হবে। ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী রেলপথটি উদ্বোধন করবেন। প্রথমে পণ্যবাহী ট্রেন চলবে এ রেলপথে। দুই দেশের মানুষই এই রেলপথের সুবিধা পাবেন। বুধবার দুপুরে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার শিবনগর এলাকায় আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেলপথ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। প্রায় সাড়ে ১০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েল গেজ রেলপথ প্রকল্পটির কাজ ২০১৮ সালের জুলাইয়ে শুরু হয়। কাজটি পায় ভারতীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান টেক্সমেকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড। দেড় বছর মেয়াদি প্রকল্পটির মেয়াদ চার দফায় বাড়িয়ে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত করা হয়।

রেলপথটির বাণিজ্যিক গুরুত্ব তুলে ধওে বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী বলেন, রেলপথটি চালু হলে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের আরেকটি দ্বার খুলবে। সড়কপথে পণ্য পরিবহনে খরচ বেশি। কিন্তু ট্রেনে পণ্য পরিবহনে খরচ কম হবে। এর সুবিধা দুই দেশের জনগণই পাবে। রেলের উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি বলেন, রেলের পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরও ৪-৫টি নতুন ট্রেন দেওয়া হবে। আমরা আশা করছি আগামী জুনের মধ্যে আখাউড়া-লাকসাম ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ শেষ হবে। অর্থাৎ ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ডাবল লাইন হয়ে যাচ্ছে। ডাবল লাইন হয়ে গেলে নতুন যে মিটারগেজ কোচ এসেছে- সেগুলো সংযুক্ত করে বেশ কয়েকটি নতুন ট্রেন আমরা দেব। এ সময় মন্ত্রীর সঙ্গে আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েল গেজ রেলপথ প্রকল্পের পরিচালক আবু জাফর মিয়া ও প্রকল্পের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান টেক্সমেকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের কান্টি হেড শরৎ শর্মা উপস্থিত ছিলেন।

আখাউড়া-আগরতলা রেলথটি চালু চলে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের দ্বার যেমন উন্মোচিত হবে, তেমনি আগরতলার সঙ্গে কমবে কলকাতার দূরত্ব। বর্তমানে রেলপথে আগরতলা থেকে কলকাতার দূরত্ব প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার, যা পাড়ি দিতে সময় লাগে ৩৮ ঘণ্টার মতো। তবে আখাউড়া হয়ে কলকাতা যেতে আগরতলাবাসীকে পাড়ি দিতে হবে মাত্র ৫৫০ কিলোমিটার রেলপথ। এতে সময় ও অর্থ দুটোই বাঁচবে। এছাড়া বাংলাদেশের সাথে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর রেলযোগাযোগ স্থাপন করবে আখাউড়া-আগরতলা রেলপথ।

মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় বস্তিতে আগুন

মুম্বই, ১৭ মে (হি.স.): মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় আগুন লাগল বস্তিতে। বুধবার ভোরে নার্গিস দত্ত রোড বরাবর ঝুপড়িতে আগুন লাগে। লেভেল-২ পর্যায়ের আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের মোট ১০টি ইঞ্জিন। এই অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়েছেন দু''''জন, তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিএমসি জানিয়েছে, বুধবার ভোর ৪.৪০ মিনিট নাগাদ বান্দ্রা এলাকায় নার্গিস দত্ত রোড বরাবর ঝুপড়িতে আগুন লাগে। আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ১০টি ইঞ্জিন। বিএমসি জানিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে দু''''জন আহত হয়েছেন। তাঁরা বান্দ্রার ভাভা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। উভয়ের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে হিট এন্ড রান দুর্ঘটনা, প্রাণ হারালেন ৬ জন মহিলা কর্মী

পল্ডুগাল্লু, ১৭ মে (হি. স.) : অন্ধ্রপ্রদেশের পালনাড়ু জেলার একটি গ্রামে দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশায় থাকা ছয় মহিলা শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন এবং অনেক আহত হয়েছেন, এমনটাই পুলিশ জানিয়েছে। বুধবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। প্রতিবেশী রাজ্য তেলেঙ্গানার মহিলারা লঙ্কা কাটার জন্য রাজ্যের পালনাড়ু জেলার পুলিপাদু গ্রামে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। 'গুডুরু থেকে লখনউগামী একটি লেবু বোঝাই ট্রাক ভোর ৪.৪২ মিনিট নাগাদ অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত চলে যায়...,' গুরজালা মহকুমা পুলিশ অফিসার এ. পাল্লাপু রাজু এমনটাই জানিয়েছেন।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক, মুঘল সড়ক বন্ধ

জম্মু, ১৭ মে (হি.স.) : বুধবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। সকালে দুদিক থেকে যানবাহন খোলা থাকে, ছোট ও হালকা যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাদের পাশ দিয়ে ভারী যানবাহন পাঠানো হয়। ছোট-বড় সব যানবাহন বের হওয়ার পরই নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়ি যেতে দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, তুষারপাতের কারণে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানের সাথে রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলার সংযোগকারী মুঘল সড়ক বন্ধ রয়েছে। আধিকারিকরা বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোনও যানবাহনকে জাতীয় সড়ক ও অন্যান্য রুটে চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

শিলিগুড়িতে সেনার গাড়িতে বিস্ফোরণ, আহত ৪

শিলিগুড়ি, ১৭ মে (হি. স.) : শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়া এলাকায় সেনাবাহিনীর গাড়িতে এসি রিফিলিংয়ের সময় বিস্ফোরণ। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। বিস্ফোরণের জেরে গুরুতর আহত হয়েছেন চারজন। তাঁদের মধ্যে একজন সেনা ও তিনজন গ্যারাজকর্মী রয়েছেন। একজন গ্যারাজকর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন এসি রিফিলিংয়ের জন্য সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি আশ্রমপাড়ায় নিয়ে এসেছিলেন এক সেনাকর্মী। এসি রিফিলিংয়ের সময় আচমকাই গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। ছিটকে পড়েন গ্যারাজকর্মীরা। বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হন সেনাকর্মী সহ চারজন। তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন পুলিশ ও সেনার আধিকারিকরা। বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এক্সপোর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.): সাতচল্লিশতম আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে মিউজিয়াম এক্সপোর উদ্বোধন করবেন।

আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। সংগ্রহশালাগুলিতে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণের উপর এবারের এক্সপোতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ভারতের সংস্কৃতি কেন্দ্রিক কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় সংগ্রহশালাগুলিকে বিশেষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগটি আরও শক্তিশালী হবে। ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম এক্সপোর লোগো, কর্তব্য পথের মানচিত্র এবং মিউজিয়াম কার্ড প্রকাশ করবেন। এছাড়াও নর্থ ও সাউথ ব্লকে প্রস্তাবিত সংগ্রহশালাটির ভার্চুয়ালি ব্যবস্থাপনার উদ্বোধনও করবেন তিনি। দেশের ঐতিহাসিক নানা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের তথ্য এই সংগ্রহশালায় থাকবে।

সিডনিতে কোয়াড বৈঠক বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া, তবে জাপানে জি-৭ মিটিং হচ্ছে

সিডনি, ১৭ মে (হি.স.): সিডনিতে আয়োজিত হতে চলা কোয়াড বৈঠক বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ওয়াশিংটনে আয়োজিত ঋণ সিলিং আলোচনার কারণে অস্ট্রেলিয়া সফর স্থগিত করেছেন, আর তাই সিডনিতে আয়োজিত হতে চলা কোয়াড মিটিং বাতিল করেছে অস্ট্রেলিয়া। তবে জাপানে জি-৭ মিটিং হচ্ছেই। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ বলেছেন, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ভারত ও জাপানের নেতারা এই সপ্তাহান্তে জাপানে জি-৭ বৈঠকে মিলিত হবেন। উল্লেখ্য, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন ঋণ সংকটের মধ্যে জি-৭-পরবর্তী এশিয়া সফরও বাতিল করেছেন। তিনি পাপুয়া নিউগিনি অথবা অস্ট্রেলিয়া যাবেন না।

এগরাকাণ্ডে বিজেপির তরফে গ্রামাবাসীদের আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : মঙ্গলবার এগরায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। বুধবার বিস্ফোরণস্থল পরিদর্শনে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে। নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনহারাদের পরিবার। গোটা ঘটনায় রাজ্য প্রশাসনকে তুলোধনা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেছেন তিনি। সেই দাবিতে মিছিলেরও ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশকে তীব্র আক্রমণ করেন শুভেন্দু। প্রশ্ন তোলেন, আর্থিক সাহায্য নিয়েও। অভিযুক্ত কৃষ্ণপদ বাগের ভাই বাদে গ্রামের সবাইকে বিজেপির তরফে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দেন শুভেন্দু।

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'আমি এনআইএ তদন্তের দাবিতে আদালতে গিয়েছি। এর শেষ দেখব। পুলিশ তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে।' সরকারে দেওয়া আর্থিক সাহায্যের বিরোধীতা করে শুভেন্দু জানান, ওই টাকা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের। তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে এই টাকা দেওয়া হলে কেউ যেন না নেন, সেকথাও বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, "এগরায় ২৫ হাজার লোক নিয়ে মহামিছিল হবে। পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে মহামিছিল হবে।" এদিন বিরোধী দলনেতার নিশানায় সিভিক ভলান্টিয়ারও। তিনি বলেন, "সিভিক ভলান্টিয়ারদের তোলা তুলতে ব্যবহার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ জ্বলছে, বগটুই থেকে শুরু হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধায়কে না সরালে বাংলার পরিত্রাণ নেই।" এগরায় যার বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়েছে সেই বক্তি ভানু বাগের বাড়িও পাহারা দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ। এমনটাই অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর। প্রমাণ লোপাট ঠেকাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

এদিন শুভেন্দুকে পালটা দিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তাঁর তরফে যা করার তাই করেছেন। এনআইএ তদন্তে যে সমস্যা নেই, সেই অবস্থানওতো স্পষ্ট করেছেন তিনি। বিরোধী দলনেতা জনবিচ্ছিন্ন, তাই এসব করে প্রচারে আসতে চাইছেন।'

এদিনই এগরার গ্রামে যায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। মানস ভুঁইয়া ও দোলা সেনের নেতৃত্বে খাদিকুল গ্রামে যায় ওই প্রতিনিধি দল। তাঁদের দেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীদের একাংশ। চোর চোর স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তারপরেই গ্রাম থেকে বেরিয়ে যায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দুপুরে তীব্র বিস্ফোরণ হয় পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার খাদিকুলে। এলাকার একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে এলাকার রাস্তায় ছিন্নভিন্ন দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিস্ফোরণের জেরে বাজি কারখানাটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

অনেকেরই অনুমান, ওই কারখানায় বাজি তৈরির আড়ালে বোমা তৈরি হত। সেখান থেকেই এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। এদিন এগরায় পৌঁছে বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত কারখানার ছাদ থেকে গোটা এলাকা পরিদর্শন করেন শুভেন্দু। এরপর চলে যান, কারখানার ২০০ মিটার দূরে জনবসতিপূর্ণ এলাকায়। তাঁকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্থানীয়রা।

ভাঙড়ের পোলট্রি ফার্মে আগুন

ভাঙড়, ১৭ মে (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ের তালদিঘি এলাকায় একটি পোলট্রি ফার্মে আগুন। বুধবার সকালে ওই পোলট্রি ফার্মে আগুন লাগে। এদিন সকালে আচমকাই বিকট শব্দ শোনা যায়। তারপরই এলাকার মানুষজন বেরিয়ে এসে দেখেন দাউ দাউ করে জ্বলছে এলাকার একটি পোলট্রি ফার্ম। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ।

দমকলের গাড়ি আসার আগে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন। পুলিশের দাবি শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। যদিও কীভাবে আগুন লাগল, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে ভাঙড় থানার পুলিশ আধিকারিকরা। স্থানীয় আইএসএফ নেতৃত্বের দাবি, ওই পোলট্রি ফার্মের ভিতরে বোমা বাঁধার কাজ চলছিল। যদিও তৃণমূল সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

মুক্তির অপেক্ষায় আদিপুরুষ !

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স.): মুক্তির অপেক্ষায় প্রভাস ও কৃতী শ্যানন অভিনীত ''''আদিপুরুষ''''। ইতিমধেই মুক্তি পেয়েছে ছবির ট্রেলার। আর এবার প্রকাশে এল এই ছবির নতুন পোস্টার। ছবির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান দেখা গেছে গোটা বিশ্বজুড়ে। কারণ ভারতের সঙ্গে এই ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে বিশ্বে ৭০টি দেশে। ফলে একে ''''গ্লোবাল ইভেন্ট'''' বলা যেতেই পারে। কী দেখা যাচ্ছে পোস্টারে? পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, রাঘব চরিত্রে প্রভাস ধনুক চালাচ্ছেন এবং বজরং অর্থাৎ দেবদত্ত নাগের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। নিজেদের সোশাল মিডিয়া প্রোফাইলে এই পোস্টার শেয়ার করেছেন ছবির কলাকুশলীরা।

নির্মাতাদের মতে, এই মহাকাব্যিক গল্প দর্শককে মোহিত করবে এবং রহস্য, ড্রামা, অ্যাকশনে ভরপুর এক দুনিয়ায় নিয়ে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, এশিয়া, এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, তাইল্যান্ড, মালয়শিয়া, হংকং, ফিলিপিন্স, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, জাপান, আফ্রিকা, ব্রিটেন, ইউরোপ, রাশিয়া ও মিশরে একসঙ্গে হয়েছে ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান।

এই ছবিতে সীতা রূপে বলিউড অভিনেত্রী কৃতী শ্যাননের দেখা মিলবে। প্রথম লুকে নিঃসন্দেহে নজর কেড়েছিলেন তিনি।

প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের ঘনিষ্ঠ সহকারীর বাড়িতে হানা সিবিআই-র

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের ঘনিষ্ঠ কিছু লোকের বাড়িতে বুধবার হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)।

জম্মু ও কাশ্মীরে বিমা কেলেঙ্কারির অভিযোগে এই অভিযান চালানো হয়েছে। সূত্রের খবর, সত্যপাল মালিকের মিডিয়া উপদেষ্টা সুনক বালির দিল্লির বাসভবন সহ জম্মু-কাশ্মীর ও রাজস্থান সহ মোট আটটি স্থানে অভিযান চালিয়েছে সিবিআই।

প্রতিক্রিয়ায় প্রাক্তন রাজ্যপাল মালিক বলেন, এটি দুর্ভাগ্যজনক যে তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী সুনক বালি বাড়িতে সিবিআই দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, তিনি যখন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ছিলেন, বালি সরকারি বেতন না নিয়ে তাঁর প্রেস উপদেষ্টা এবং সচিব হিসাবে কাজ করতেন। সিবিআই ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিষয়ে তাদের বিরক্ত করছে।

উল্লেখ্য, সত্যপাল মালিক অতীতে একটি সাক্ষাতারে অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি যখন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ছিলেন, তখন তাকে একটি বিমা কোম্পানির ফাইল পাস করা সহ আরও কিছু বিষয়ে ঘুষের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। মালিকের এই গুরুতর অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখতে সিবিআই মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। গত ২৮ এপ্রিল মালিককেও এই বিষয়ে সিবিআই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

কনভয় দুর্ঘটনায় শুভেন্দুর বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে রাজ্য পুলিশ : হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ও বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ের একটি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে রাজ্য পুলিশ। বুধবার এমনটাই জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা জানান, ওই ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে পুলিশ। আদালতের অনুমতি ছাড়া চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া যাবে না। কনভয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআরপিএফ কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। ১৩ জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

প্রসঙ্গত, চণ্ডীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ের একটি গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এই অভিযোগ তুলে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ওই ঘটনায় শুভেন্দুর কনভয়ের ওই গাড়ির চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিকে এই ঘটনায় সরব হয় তৃণমূল। শুভেন্দুর গ্রেফতারির দাবি করা হয়। তৃণমূলের তরফে আর্থিক সাহায্য করা হয় মৃতের পরিবারকে। এই নিয়ে একটি মামলাও হয় হাইকোর্টে। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে এফআইআরে স্থগিতাদেশ এবং সিবিআই তদন্তের আর্জি জানান তাঁর আইনজীবী।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

মুলোর খাদ্যগুণ ও মুলার পুষ্টিগুণ

ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, পটাসিয়াম ও জিঙ্কের মতো মিনারেল উপস্থিত রয়েছে মুলায়। তাছাড়া মুলায় ভিটামিন ও খনিজ উপাদানও বর্তমান। মুলায় বেশ কিছু উপকারী এনজাইম রয়েছে; যেমন- অ্যামাইলেস, এস্টির্যাসেস, মাইরোসিনেজ এবং ডায়াস্ট্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন এনজাইম

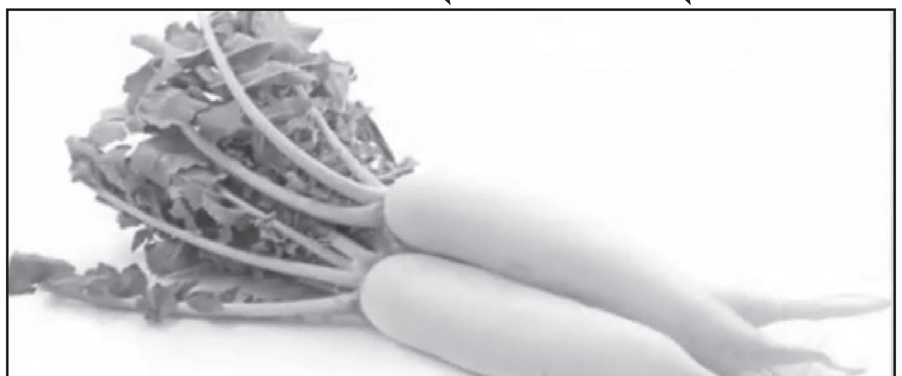

রান্না করলে অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে মুলোতে থাকা ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায় তাই এটি কাঁচা খেলে সম্পূর্ণ ভিটামিনের উপকারিতা পাওয়া সম্ভব। খাওয়ার আগে সবজিটি গরম জলে ভাল করে ধুয়ে নেওয়া উচিত। এরপর খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে আরও একবার ধুয়ে খেতে পারেন।

মুলা খাওয়ার উপকারিতা,

সারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন জাতের মূলা রয়েছে এবং এগুলির রঙ, আকার এবং ওজনও বিভিন্নরকম হয়। বাজারে প্রচলিতভাবে সাদা, গোলাপি, লাল ও হলুদ রঙের মুলা পাওয়া যায়।অতি সাধারণ এই সবজিটিতে রয়েছে অসাধারণ কিছু গুণ। মুলার রস শক্তিশালী ডিটক্সিফাইং, যা রক্ত বিশুদ্ধ করতে সহায়তা করে। তাছাড়া মুলা বিলিরুবিন অপসারণ করতেও সাহায্য করে এবং একই সঙ্গে দেহে বিলিরুবিনের উৎপাদনও নিয়ন্ত্রণ করে। অনেকেই গন্ধের কারণে এই সবজি অপছন্দ করেন, তবে এর উপকারীতা অনেক। তাছাড়া বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও এই সবজি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১. ওজন হ্রাস করে:

ওজন অতিরিক্তি হওয়ার কারণে অনেকেই দুশ্চিন্তায় থাকেন, তাই নিয়মিত মুলো খাওয়া শুরু করতে হবে। এই সবজি খেয়ে পেট ভরে যায় ফলে কিছুক্ষণ পর পর ক্ষিদে পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় তার সাথে সাথে দেহের ওজন বেড়ে যাওয়ায় সম্ভাবনাও হ্রাস পায়।

২. ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়: মুলোর রসে উপস্থিত অ্যান্থোসায়ানিন এবং ভিটামিন ঋ শরীরের ভিতরে ক্যান্সার কোষের জন্ম এবং বৃদ্ধি রোধ করে। বিশেষত ইন্টেস্টিনাল, কিডনি, স্টমাক এবং কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম করে এই জলীয় সবজি। ৩. কনস্টিপেশন ও পাইলসের প্রকোপ কম করে:

কোষ্ঠ্যকাঠিন্যের সমস্যায় যারা ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে তো মুলোর রস নিত্যদিনের সঙ্গী হওয়া উচিত। এতে উপস্থিত কার্যকরি উপাদানগুলি হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটায় এবং পাশাপাশি বাইলের প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার কাজ করে, যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই কনস্টিপেশনের প্রকোপ কম হয়, আর কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হলে পাইলসের সমস্যাও দূর হতে সময় লাগে না। ৪. শরীরকে বিষমুক্ত রাখে: ব্লাডার, কিডনি, প্রস্টেট এবং ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকে জমে থাকা ক্ষতিকর উপাদানগুলিকে শরীর থেকে বের করে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির কর্মক্ষমতা বাড়াতে মুলোর কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। শুধু তাই নয়, শরীরের কোণায় কোণায় জমে থাকা টক্সিক উপাদানদের ক্ষতি করার আগে তাদের কিডনির মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দেওয়ার কাজটাও করে থাকে মুলোর রস। প্রসঙ্গত, শরীর যত টক্সিক মুক্ত থাকবে, তত স্কিনের উজ্জ্বলতা বাড়বে। সেই সঙ্গে শরীর এবং মন চাঙ্গা এবং রোগ মুক্ত থাকবে। ৫. শ্বাসকষ্টের সমস্যা কম করে: মুলোর রস, আমাদের লাং বা ফুসফুসে জমতে থাকা মিউকাসের দেওয়ালটিকে ভেঙে দেয়, যার ফলে অল্প দিনেই শ্বাসকষ্টের প্রকোপ কমতে শুরু করে। এছাড়াও বমি বমি ভাব, গলায় ব্যথা এবং মাথা ঘোরার মতো সমস্যা কম করতেও এই প্রকৃতিক উপাদানটি প্রভূত উপযোগী। ৬. এনজাইমের ঘাটতি পূরণ করে: মূলোর রসে এস্টারএসেস, মাইরোসিনেসি, ডিয়াস্টেস এবং অ্যামাইলেস নামক এনজাইমগুলি প্রচুর মাত্রায় থাকে, যা ছত্রাক সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে।

কলার উপকারীতা ও খাদ্যগুণ। ৭. শরীরে ভিতরকার প্রদাহ কমায়: মূলায় প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান থাকে তাই প্রতিদিন মুলোর রস খাওয়া উচিত, তবে দেহের ভিতরগত চোট বা কোন আঘাতের কারণে হওয়া জ্বালা-যন্ত্রণা কম হতে শুরু করে, এইসঙ্গে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফ্লেমেশন এবং কিডনির প্রদাহও কমায়। ৮. নানাবিধ ত্বকের রোগ দূরে রাখে: মুলোয় উপস্থিত ফসফরাস, ভিটামিন এ এবং সি, জিঙ্ক, ইত্যাদি উপাদান ব্রণ, ফুসকুড়ি, একজিমা সহ একাধিক ত্বকের রোগ উপশমে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়াও সার্বিকভাবে আমাদের ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতেও মুলা উপযোগী। ৯. হার্টের স্বাস্থ্য উন্নত হয়: বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে নিয়মিত মুলা খাওয়া শুরু করে দিলে শরীরে অ্যান্থোসায়ানিন নামক একটি উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা হার্টের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। হার্টের স্বাস্থ্য উন্নত থাকলে কোনও ধরনের কার্ডিওভাসকুলার অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম হয়ে যায়। ১০. ত্বকের ভালো রাখার জন্য উপকারী: প্রতিদিন মুলার রস খাওয়া উচিত, এতে ত্বক সতেজ থাকে। এক্ষেত্রে মুলায় উপস্থিত ভিটামিন সি, জিংক এবং ফসফরাস ভূমিকা থাকে। মুলার পুষ্টিগুণ ত্বকের শুষ্কতা, ব্রণ অথবা দাগ-ছোপ দূর করতে সাহায্য করে। এসব ছাড়াও মুলার পেস্ট তৈরি করে মুখে মাখতে পারেন, এতে ত্বক সজীব থাকে। উপসংহার, মুলা একাধিক ভিটামিন ও খনিজের ভরপুর সম্ভার হওয়ায় একে আদর্শ সবজির আওতায়ও ধরা হয়। ওজন নিয়ন্ত্রণ করা থেকে শুরু করে আমাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রেও মুলার পুষ্টিগুণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও মুলার মধ্যে জলের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে এই সবজিটি আমাদের শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে থাকে।

মিষ্টি আলু খাওয়ার উপকারিতা, মিষ্টি আলুর বিভিন্ন

আমাদের হাত ও পায়ের আঙুল ফুলে যাওয়া কমানো, প্রস্রাবের সমস্যা দূর করা ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য মিষ্টি আলুর পাতা এবং মূল ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কারণ মিষ্টি আলু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ভিটামিন C ও D এর উৎস হিসেবে মিষ্টি আলুর উপকারিতা:

মিষ্টি আলু ভিটামিন C ও D এর উৎস। ভিটামিন C রোগ প্রতিরোধে এবং ভিটামিন ঙ স্বাস্থ্যকর হাড়, স্নায়ু, হৃৎপিণ্ড, ত্বক তথা দাঁতের জন্যও জরুরি। এছাড়াও ভিটামিন C আমাদের দাঁত, হাড় ও কোষ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহের কোন ক্ষত সারাতে বা শরীরে কোলাজেন উৎপাদনের মাধ্যমে ত্বকের নমনীয়তা ধরে রাখার জন্য ভিটামিন C এর প্রয়োজন হয়।

মিষ্টি আলু আয়রনেরও ভালো উৎস হিসেবে পরিচিত। এই সবজি আমাদের শরীরে শ্বেতকণিকা তৈরি করে, রক্তচাপ প্রতিরোধ তথা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর রাখা সহ নানাভাবে কার্যকরী।

মিষ্টি আলুতে অন্যান্য খনিজ উপাদানের উপস্থিতি:

মিষ্টি আলুতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ ও পটাশিয়ামও রয়েছে। আমাদের দেহের অন্তর্বর্তী রক্ত, হাড় ও মাংসপেশীর সুস্থতায় এবং সুষ্ঠভাবে স্নায়ুর কাজ করার ক্ষেত্রে ম্যাগনেসিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ডায়াবেটিস প্রতিরোধে মিষ্টি আলুর উপকারিতা মিষ্টি আলু প্রাকৃতিকভাবে খেতে মিষ্টি হয়, যা আমাদের রক্তে উপস্থিত চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। দেহে প্রাকৃতিক চিনি গ্রহন করার ফলে বিভিন্ন কাজের জন্য শক্তি প্রাপ্ত হয় তথা অবসাদ, ক্লান্তি দূর হয়। তবে মিষ্টি আলুর মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে চিনি উপস্থিত থাকলেও তা খুবই ধীরে ধীরে রক্তের সঙ্গে মিশে।

এর ফলস্বরূপ শরীর যে শুধু শক্তির নিয়মিত জোগান পায় যে তা নয়, বরং শরীরে শক্তির ভারসাম্যও সঠিকভাবে বজায় থাকে। মিষ্টি আলুতে বেশ ভালো পরিমাণে আঁশ আছে, এছাড়াও এতে আরো কিছু উপাদান রয়েছে যার কারণে রক্তের সুগার কমাতে এই সবজি বিশেষ উপযোগী।

আমাদের চর্বি কোষগুলো থেকে উৎপন্ন হয় 'এডিপোনেকটিন' নামক প্রোটিন হরমোন, যাদের ডায়েবেটিসের সমস্যা রয়েছে তাদের শরীরে এডিপোনেক্টিন হরমোন কম থাকে, এই মিষ্টি আলুর নির্যাস টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের দেহে এডিপোনেকটিন মান তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি করে।

পেটের রোগ প্রতিরোধে মিষ্টি আলুর ভূমিকা, মিষ্টি আলু আলসারেটিভ কোলাইটিসের মত পেটের রোগ প্রতিরোধেও উপকারী। এই সবজির আরও প্রদাহরোধী গুণ রয়েছে। গবেষণা অনুসারে মিষ্টি আলুতে ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট আছে এবং সেগুলো প্রদাহসূচকগুলো হ্রাস করতে সহায়তা করে। হৃদরোগ প্রতিরোধ এবং হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে মিষ্টি আলুর ভূমিকা,

মিষ্টি আলু হল ভিটামিন একটি ভালো উৎস। এই সবজি আমাদের দেহে হোমোসাইস্টিন নামক কেমিক্যাল কম করতে সহায়তা করে। এই কেমিক্যালটি হৃদরোগ সহ আমাদের দেহের নানা ধরনের অসুখের অন্যতম কারণ। পটাশিয়াম হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক রাখতে, কিডনি সুরক্ষায় ও একে কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখে। মিষ্টি আলুতে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম থাকে যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া এই সবজিতে উপস্থিত ইলেক্ট্রোলাইট হার্টবিট নিয়মিত রাখে। ফুলকপির খাদ্যগুণ ও উপকারিতা রাতকানা রোগ নিরাময়ে মিষ্টি আলুর কার্যকারিতা, রাতকানা রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মিষ্টি আলুর উপকারিতা লক্ষ্য করা যায়। এই সবজিটি ভিটামিন সমৃদ্ধ হওয়ায় চোখের বিভিন্ন সমস্যা নিরাময়ে সাহায্য করে। ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে মিষ্টি আলু, বিটা-ক্যারটিন হল আমাদের দেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। বিটা ক্যারটিন প্রস্টেট ক্যান্সার ও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে থাকে এবং মিষ্টি আলুতে বিটা ক্যারোটিন বর্তমান, তাই বলা যায় যে এই সবজি ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক।

দুশ্চিন্তা নিরাময়ক হিসেবে মিষ্টি আলুর ভূমিকা পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আমাদের দেহে স্বাস্থ্যকর রক্ত, হার্ট, হাড়, পেশী তথা নার্ভ গঠন করতে সহায়তা করে। এছাড়াও ম্যাগনেসিয়াম মানসিক চাপ, যেকোন বিষয়ে দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়ে মনকে চিন্তা মুক্ত রাখতে সাহায্য করে। মিষ্টি আলু পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ভালো উৎস। একটি মাঝারি আকৃতির মিষ্টি আলুর মধ্যে রয়েছে ৫০০ মিলিগ্রামের মত পটাশিয়াম। গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রতিদিন পটাশিয়াম গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন রোগে মৃত্যু হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ২০ ভাগ হ্রাস হয়। উপসংহার আপনি যদি প্রতিদিন সকালে একটি মিষ্টি আলু খান তবে এটি সারা দিন আপনার দেহে শক্তি জোগাতে সাহায্য করে। মিষ্টি আলু বিভিন্ন ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। তাই প্রতিদিন সকালের জলখাবারের সাথে মিষ্টি আলু অবশ্যই রাখা উচিত। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ছাড়াও এই সবজি আপনার চোখ সুস্থ রাখার পাশাপাশি, হৃদযন্ত্র তথা কিডনির জন্যও ভাল। তাছাড়াও মিষ্টি আলু হজমশক্তির উন্নতি ঘটাতে সহায়তা করে। এই সবজিটি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করে।

আদার বিভিন্ন গুণাবলী

আদার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে। এছাড়াও এতে প্রোটিন, শ্বেতসার , জল, আঁশ , খনিজ পদার্থ ইত্যাদি উপাদান বিদ্যমান। তবে মূলত জিনজেরোল নামক একটি কম্পাউন্ড আদার উপকারীতা আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

আদা আমাদের হজম ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। রোজ যদি একটু করে আদা খাওয়ার অভ্যাস করা যায় তবে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের হজম ক্ষমতা অনেকটাই উন্নত হয়ে যাবে। তাছাড়াও প্রতিদিন একটু করে আদা খেলে গ্যাস ও অম্বলের সমস্যায় উপকার পাওয়া যায়।

এক কথায় বলতে গেলে একটুকরো কাঁচা আদা আমাদের দেহের হাজারো রোগ-ব্যাধির মুক্তিদাতা। যেমন জ্বর, সর্দি, কাশি তথা খাওয়ার অনিচ্ছা থেকে শুরু করে হাত ও পায়ের জয়েন্টে ব্যথা, এরূপ সব সমস্যা থেকেই মুক্তি দিতে পারে কাঁচা আদা, কারণ আদা আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে আদার ভূমিকা

আদার মধ্যে উপস্থিত অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলে। মূলত আদা এবং মধুর মিশ্রণ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে, কারণ এই মিশ্রন আমাদের রক্তে শ্বেতরক্ত কণিকার সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে, যার ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য শারীরিক সমস্যার সমাধানে আদার কার্যকারিতা, ১) সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পেতে আদার ব্যবহার আদার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে। এটি বিভিন্ন ক্ষতিকর ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করে। আদা খেলে সর্দি, কাশি, গলাব্যথা ইত্যাদি সমস্যা থেকে সহজেই আরাম পাওয়া যায়। তাই আমাদের বাড়িতে কারোর সর্দি কাশি হলে মা-ঠাকুমারা আদা দেওয়া চা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

২) হজমের সমস্যায় আদার উপকারিতা আমাদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘকালীন বদহজমের সমস্যায় ভোগেন; যার কারণে পেটের উপরিঅংশে ব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য ভাব, মুখে টক ভাব, এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আদা আমাদের পেটের অম্বলজনিত সমস্যা কমায়, ফলে প্রদাহ কমে। তাছাড়া আদা খাবার হজম করার উৎসেচকগুলির নিঃসরণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, ফলে বদহজমের সমস্যা দূর হয়। রান্নায় আদার ব্যবহার বিশেষভাবে স্বাদ বৃদ্ধি করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজমেও সহায়তা করে।

৩) মাসিকের বেদনায় আদার ব্যবহার পিরিয়ড বা মাসিক চলাকালীন অনেক মেয়েদেরই তলপেটে অসহ্য ব্যথা ভোগ করতে হয়। এই যন্ত্রণার কারণে সাধারণ স্বাভাবিক জীবনযাপনে বিঘ্ন ঘটে। এক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ আদা এই যন্ত্রণা থেকে অনেকাংশে মুক্তি দিতে পারে। এমন সময় আদা চা পান করলে একটু আরাম পাওয়া যায়। তাছাড়াও কয়েক টুকরো আদা যদি গরম জলে ফুটিয়ে নিয়ে, সেই জলে মধু মিশিয়ে খাওয়া হয়,তবেও ভালো ফল পাওয়া যাবে। ৪) আদা বমি ভাব কম করতে সহায়ক অনেকেরই সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর কেমন একটা বমি বমি ভাব লাগে। যাকে আমরা "মর্নিং সিকনেস" বলি। তাছাড়াও অপারেশন অথবা কেমোথেরাপির পর কিছু কিছু মানুষ বমির ভাবের মত কিছু অস্বস্তিকর লক্ষণে ভোগেন। এই সমস্যা দূর করার জন্য আদা খেলে উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে। সামান্য পরিমাণে আদার রস খেলে, উপরিউক্ত সমস্যাগুলির হাত থেকে অনেকাংশেই আরাম পাওয়া যায়। একইভাবে কোথাও যাওয়ার সময় বাসে উঠলে যাদের বমি পায়, তাদের মুখে ছোট এক টুকরো আদা ভরে দেখতে পারেন, এই সমস্যা দূর হবে।

৫) অস্টিওআর্থাইটিসের ব্যাথায় উপশম দেয় আদা অস্টিওআর্থাইটিস রোগে আমাদের শরীরে দুটি হাড়ের মধ্যে থাকা জয়েন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর কারণে জয়েন্টে ভীষণ রকম ব্যথা অনুভূত হয়। সাধারণত বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই অস্টিওআর্থাইটিস নামক রোগটি হয়ে থাকে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন কাঁচা আদা খাওয়া ব্যক্তির অস্টিওআর্থাইটিসের বেদনা, অন্য রোগীদের তুলনায় অনেকাংশে কম। ৬) ওজন কমাতে আদার ভূমিকা অর্থাৎ বডি মাস ইনডেক্স একটি ওজন পরিমাপকারী মার্কার। একজন সুস্থ মানুষের নর্মাল -এর মান ১৮.৫ থেকে ২৫ এর মধ্যে হওয়া স্বাভাবিক। আদা এই এর মান স্বাভাবিক রাখে এবং এরফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। আদায় প্রচুর শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে যা ওজন কম করতে সাহায্য করে। আবার এক গবেষণা অনুযায়ী, যে সকল স্থূলকায় মানুষ নিয়মিত আদা খান, তাঁদের পেট ভর্তি আছে বলে মনে হয়, ফলে ক্যালোরি ইনটেকও কম হয় যা ওজন কমাতে সাহায্য করে। ৭) হৃদরোগ কমাতে আদার উপকারিতা আমাদের শরীরে নামক এক ক্ষতিকর কোলেস্টেরল থাকে, যার পরিমাণ বেড়ে গেলে আমাদের করোনারি আর্টারিতে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস নামক সমস্যার সৃষ্টি হয়। আদা উক্ত ক্ষতিকর এর পরিমান কমায় যার ফলস্বরূপ হৃদরোগের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়। ৯) ক্যানসার রোধে আদা কার্যকরী

কাঁচা আদায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও জিনজেরল নামক এক উপাদান প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। এই জিনজেরল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যানসার রোধে সহায়তা করে। আদা খাওয়ার ফলে প্রধানত গ্যাস্ট্রো ইনটেস্টাইনাল ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। ১০) মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করে আদা অ্যালঝেইমার্স রোগ প্রতিরোধে আমাদের সাহায্য করে। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ আমাদের বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, যার ফলে আমাদের বার্ধক্যজনিত অ্যালঝাইমার্স রোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য প্রাণীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত কারণে স্মৃতিহ্রাসে আদার অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং বায়োঅ্যাক্টিভ যৌগগুলি বাধা দেয়। তাছাড়াও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও আদা বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নেয়। আদা বিশ্বে জাদুকরী বহু গুণের জন্য পরিচিত। রান্নার ক্ষেত্রেও মশলার মধ্যে অন্যতম উপকরণ হলো আদা। খাবার-দাবারে বিভিন্নভাবে এই আদার ব্যবহার করা হয়। আদা খাদ্যে, পানীয় তৈরীতে, আচার তৈরীতে, ঔষধ তথা সুগন্ধি তৈরীতেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অর্গানিক ফুড বলতে কি বোঝায় ?

অর্গানিক ফুড হল সেইসব খাদ্য যা কোনো প্রকার রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়াই সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপাদন করা হয়। এর রক্ষণাবেক্ষণে কোন কৃত্রিম উপাদানের ব্যবহার থাকে না। পাশাপাশি পরিবেশ-বান্ধব এই চাষ পদ্ধতিতে ফসল পরিবর্তন, জৈব পেস্ট ইত্যাদি ব্যাপারে নজর দেওয়া হয়। কৃষি-বাস্তুসংস্থান নীতি অনুসারে এরূপ ফসল উৎপাদন আমাদের জীববৈচিত্র ও সুন্দর ভবিষ্যৎ ও সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করে। অর্গানিক খাবারের গুণ বর্তমানে অর্গানিক ফুড বিশ্বব্যাপী এক চর্চার বিষয়। 'অর্গানিক ফুড এন্ড ফার্মিং, মিথ এন্ড রিয়ালিটি' শীর্ষক নিয়ে বিশ্বের ৩৬টি প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও আলোচনার মাধ্যমে দেখা গেছে যে এই প্রকার জৈব খাদ্যে প্রচুর পরিমানে এন্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে

যা আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই উপযোগী। মার্কিন যুক্তরাজ্যের "হাউজ অব লর্ডস" এর বিজ্ঞান বিষয়ক এক কমিটির রিপোর্টে বলা হয় যে পশু ও মাছের খাবারে যেসব এন্টি বায়োটিক ব্যবহার করা হচ্ছে তার প্রভাবে মানব দেহে নানা মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রোগ বাসা বাঁধছে। সেজন্য অর্গানিক ফুড ব্যবহার করার অভ্যাস তৈরি করতে হবে, যা পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এবং পরিবেশের স্থিতিশীল উন্নয়নের সহায়ক। বাজারের বিভিন্ন প্যাকেটজাত খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ভেজাল থাকে, যা গ্রহণ করে মানুষ ধীরে ধীরে নিজের দেহের ক্ষতি করে চলেছে। সেই অবস্থায় অর্গানিক ফুডের উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক হওয়ার কারণে এরথেকে ক্ষতির কোনও আশঙ্কা থাকে না। বিভিন্ন প্রাণীজ খাদ্যসমূহ, যেমন মাছ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ উচ্চ মাত্রায় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে মানব দেহে তা দীর্ঘস্থায়ী পার্শপ্রতিক্রিয়া তৈরি করে চলেছে। ফলস্বরূপ আমাদের হৃদযন্ত্র, কিডনির স্বাভাবিক কার্যক্রম ও স্নায়ু চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানের বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শিশু থেকে বয়স্ক তথা গর্ভবতী মায়েদেরও স্বাস্থের ক্ষেত্রে প্রবল ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। রাসায়নিক ব্যবহারের পার্শপ্রতিক্রিয়া হিসেবে পেটে থাকা সন্তান দেহের বিভিন্ন অংশে প্রতিবন্ধকতা বা মারাত্মক সব রোগ নিয়ে জন্ম নিতে পারে। তাই সেক্ষেত্রে অর্গানিক খাবার বিশ্বাসযোগ্য।

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ খেলে শরীরে কী পরিণতি হতে পারে ?

অনেকেই মনে করেন মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ খেলে মানুষ বিপদের মুখে পড়বেন। আসলে ওষুধের মেয়াদ পার হলে এর কোনো কার্যকরী ক্ষমতা থাকে না। উল্টো বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তবে এই ধারণাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। সবার আগে ওষুধের মেয়াদ শেষ হওয়ার অর্থ কী তা জানা জরুরি।

ওষুধের প্যাকেটের গায়ে দুটি তারিখ লেখা থাকে। প্রথমটি হলো উতাদনের তারিখ, দ্বিতীয়টি হলো মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ। মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ বলতে এই বোঝায় না যে ওষুধের কার্যকরী ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে। এর অর্থ হচ্ছে- এই তারিখের পর ওষুধের প্রভাবের গ্যারান্টি প্রস্তুতকারক কোম্পানি গ্রহণ করবে না। বেশিরভাগ ওষুধে রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক উপাদানের বিশেষত্ব হলো- সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব পরিবর্তিত হয়। ওষুধের ক্ষেত্রেও তাই। বাতাস, আর্দ্রতা, তাপ ইত্যাদির কারণে অনেক সময় ওষুধের কার্যকারিতা ধীরে ধীরে

কমতে থাকে। যার কারণে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও হতে পারে। সেজন্য সব ওষুধ কোম্পানি তাদের পণ্যের একটি নির্দিষ্ট তারিখ লিখে দেয়। যাতে করে যেকোনো আইনি ঝামেলা এড়ানো যায়। মার্কিন চিকিতা সংস্থা এএমএ ২০০১ সালে একটি গবেষণা চালায়। ২২টি ভিন্ন ওষুধের ৩০০০ ব্যাচ নেওয়া হয়। সেগুলো পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায়, বেশিরভাগ ওষুধের কাজ করার ক্ষমতা তাদের ওপর মুদ্রিত মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের চেয়ে অনেক বেশি। ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে এএমএ প্রায় ৮৮ শতাংশ ওষুধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও প্রায় ৬৬ মাস বাড়িয়ে দেয়। যে ওষুধগুলোর মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ এএমএ দ্বারা বাড়ানো হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে- অ্যামক্সিসিলিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন, মরফিন সালফেট ইত্যাদি। তবে ১৮ শতাংশ ওষুধের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ফেলে দেওয়া হয়। অনেকের প্রশ্ন, তাহলে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও ওষুধ খাওয়া যাবে? কোনো ওষুধ যদি ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল আকারে হয়, তাহলে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও এর ক্ষমতা আরও অনেক দিন থাকবে। কিন্তু সিরাপ, চোখের ড্রপ এবং ইনজেকশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ব্যবহার করা উচিত নয়। তবে ডায়াবেটিস রোগীদের ওষুধ মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নষ্ট হতে শুরু করে।

১৯-২১ ত্রিদেশীয় সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি যাবেন পাপুয়া নিউগিনিতেও

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১৯-২১ মে সময়কালে তিন দেশ সফরে রওনা হবেন। সফরকালে তিনি জাপান, পাপুয়া নিউ গিনি এবং অস্ট্রেলিয়ায় যাবেন। আগামী ১৯ থেকে ২১শে মে পর্যন্ত শ্রী মোদী, জাপানের হিরোশিমায় সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার আমন্ত্রণে জি সেভেন সম্মেলনে যোগ দেবেন। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী, শান্তি, সুস্থিতি, খাদ্য, সার ও শক্তি নিরাপত্তার বিষয়ে অগ্রগতি নিয়ে সদস্য দেশগুলির সঙ্গে কথা বলবেন। সম্মেলনের ফাঁকে শ্রী মোদী, অংশগ্রহনকারী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।
বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি পাপুয়া নিউগিনিতে ভারত প্রশান্ত

মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সহযোগিতা সংক্রান্ত তৃতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন। শেষ ধাপে অস্ট্রেলিয়া যাবেন প্রধানমন্ত্রী। ২২ মে কোয়াড নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও অংশ নেবেন শ্রী মোদী।

শপথ নিলেন ধর্মেশ শর্মা, দিল্লি হাইকোর্ট পেল নতুন অতিরিক্ত বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.) : দিল্লি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে বুধবার শপথ নিয়েছেন বিচারপতি ধর্মেশ শর্মা। এদিন তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মা। দিল্লি উচ্চ বিচার বিভাগীয় পরিষেবার একজন আধিকারিক বিচারপতি শর্মা, এর আগে দ্বারকা আদালতের (দক্ষিণ পশ্চিম জেলা) প্রধান জেলা ও দায়রা জজ ছিলেন।
চলতি বছরের এপ্রিলে, সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম দিল্লি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক হিসাবে নিয়োগের জন্য তিনজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার নাম সুপারিশ করেছিল। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন বিচারপতি সড়ক। অন্য দুই বিচারপতি, গিরিশ কাঠপালিয়া এবং মনোজ জৈনকে গত মাসে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

রবিবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : আগামী রবিবার পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। প্রতি রবিবার কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর রুটে ১৩০ টি মেট্রো চলে। তবে সংশ্লিষ্ট ওই দিনটিতে চলবে ১৪৬টি। অন্যান্য দিনের তুলনায় দু'ঘণ্টা আগে থেকেই চালু হয়ে যাবে পরিষেবা।
মেট্রো রেল সূত্রে খবর, অন্যান্য দিন রবিবারগুলিতে সকাল ৯টায় কবি সুভাষ ও দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রথম মেট্রো চালু হয়। তবে আগামী রবিবার সকাল সাতটা থেকেই চালু হয়ে যাবে মেট্রো। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে শেষ পরিষেবার কোনও পরিবর্তন নেই। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, "২৮ মে রবিবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হবে। এই জন্য মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাওয়ার ব্লকের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেটি আপাতত বাতিল করা হয়েছে। ওইদিন অর্থাৎ রবিবার আমরা ১৪৬ ট্রেন চালাচ্ছি। যেটা সাধারণত আমরা ১৩০টি ট্রেন চালিয়ে থাকি। প্রথম ট্রেন চালু হবে কবি সুভাষ ও দক্ষিণেশ্বর থেকে সকাল সাতটায়। এটা সাধারণত রবিবার দিন সকাল ন'টায় চালু হয়। তবে শেষ ট্রেনটি রাত্রি ৯টা ২৭ মিনিটে কবি সুভাষ এবং দক্ষিণেশ্বরে থাকছে।"

নবান্নে সারপ্রাইজ ভিজিট মমতার

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : নবান্নে ফের সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার আচমকা পরিদর্শন করে কর্মীরা অফিসে এসেছেন কি না, কাজ ঠিক মতো হচ্ছে কি খোঁজ নিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। এদিন দুপুর ১২টা ১৫ নাগাদ আচমকা নবান্নে ভূমি সংস্কার ও অর্থদফতরে হাজির হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার আচমকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যসচিব। প্রথমে ছয় তলায় যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর ১২ তলায় অর্থ দফতরের যান তিনি। সেখানে অর্থ সচিবের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ বৈঠক করেন। পাশাপাশি কর্মীদের পরিবার-পরিজনের কুশল সংবাদও জিজ্ঞেস করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের ছেলেমেয়ে কেমন আছেন তাও জানতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে দফতরের কর্মীদের উপস্থিতির হার নিয়ে প্রশ্ন করেন মুখ্যমন্ত্রী। দফতরের সচিবের কাছ থেকে জানতে চান, ফাইল কেন এত জমে আছে। প্রসঙ্গত বকেয়া ডিএর দাবিতে এখনও লাগাতার আন্দোলন করছেন রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ। এর ফলে বিভিন্ন দফতরে কর্মীর অভাবে কাজ এগোচ্ছে না।

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে ধোঁয়াশা : রাহুলের সঙ্গে দেখা করলেন সিদ্দারামাইয়া

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.) : কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার সিদ্দারামাইয়া বুধবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাথে দেখা করেন। দক্ষিণী রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য দল এখন ব্যস্ত আলোচনার মধ্যে। সিদ্দারামাইয়া কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের বাসভবনে সরকার গঠন নিয়ে দেখা করার পর এদিনরাহুল গান্ধীর সাথে বৈঠক করেন। কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ডি কে শিবকুমারও রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছেন।
প্রসঙ্গত, কর্ণাটকের অধিকাংশ কংগ্রেস বিধায়ক সিদ্দারামাইয়াকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চাইছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দাবিতে অনড় শিবকুমার। দিল্লিতে এসে তিনি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে জানিয়েছেন, তিনিই মুখ্যমন্ত্রী হতে চান। শিবকুমারের এই অনড় মনোভাবের জেরেই মঙ্গলবার কর্ণাটকের নয়া মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। কংগ্রেস সূত্রের খবর, বুধবার যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে খাড়্গে নিজে বেঙ্গালুরু যাবেন। সেখানে গিয়ে কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের সঙ্গে বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করতে পারেন তিনি।
কর্ণাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনকে ঘিরে জাতীয় রাজধানীতে কংগ্রেসের তৎপরতা তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী পদের দৌড়ে থাকা দুই প্রবীন নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমার বুধবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছেন। এদিন দিল্লির ১০, জনপথ গিয়ে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছেন সিদ্দারামাইয়া ও শিবকুমার। সিদ্দারামাইয়া ও শিবকুমারের সঙ্গে এদিন বেশ কিছু সময় কথা বলেছেন রাহুল গান্ধী।
এর আগে গতসন্ধ্যায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের সঙ্গে দেখা করেন কর্ণাটকের দুই মুখ্যমন্ত্রী দাবিদার। দলের সাধারণ সম্পাদক, কে সি বেনুগোপালের সঙ্গেও দেখা করেন সিদ্দারামাইয়া। কর্ণাটকের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী, কে হবেন সে ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কংগ্রেস নেতৃত্ব। বিধানসভা নির্বাচনে ২২৪ টি আসনের মধ্যে ১৩৫টিতে জয়ী হয় কংগ্রেস।

উত্তরাখণ্ড: সন্ত্রাসী তহবিল মামলায় উধম সিং নগরে এনআইএ অভিযান

উধম সিং নগর(উত্তরাখণ্ড), ১৭ মে (হি.স.) : আজ বুধবার সন্ত্রাসবাদ, মাদক পাচার এবং গ্যাংস্টার নেক্সাসের বিরুদ্ধে উধম সিং নগরের সুলতানপুর পট্টি এলাকার রতনপুরা গ্রামে গুরবিন্দর সিংয়ের বাড়িতেও অভিযান চালায় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)।
বুধবার সকাল ৬টায় গুরবিন্দরের বাড়িতে পৌঁছয় এনআইএ টিম। যদিও গুরবিন্দর এবং তার বাবা ইংল্যান্ডে থাকেন, গুরবিন্দরের স্ত্রী, শাশুড়ি এবং শ্যালক বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। এরপর এই তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এনআইএ টিম। জিজ্ঞাসাবাদে পরিবারের সদস্যরা দলকে কী বলেছেন তা জানা যায়নি। যদিও এনআইএ তদন্ত এখনও চলছে।
উল্লেখযোগ্যভাবে, শিখ অধ্যুষিত উধম সিং নগর তার খালিস্তান সংযোগের কারণে সবসময়ই আলোচনায় থাকে। পঞ্জাবে যখন চরমপন্থা চরমে তখনও উধম সিং নগর সন্ত্রাসবাদের আগুনে পুড়েছিল। এখানেও সন্ত্রাসীরা বড় বড় অপরাধ করত। যদিও পরে পঞ্জাব এবং উধম সিং নগরে সন্ত্রাস দমন করা হয়েছিল। উধমসিংহ নগরের জগজিৎ সিং 'জগ্গা'কে প্রজাতন্ত্র দিবসেও দিল্লিতে সন্ত্রাস করার ষড়যন্ত্র করার জন্য দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করেছিল।

আদানিকাণ্ডের তদন্তে সেবিকে তিন মাস বাড়তি সময় দিল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি. স.) : আদানিকাণ্ডের তদন্ত শেষ করতে শেয়ারবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়াকে (সেবি) বাড়তি তিন মাস সময় দিল সুপ্রিম কোর্ট। তদন্তের জন্য ছয় মাস বাড়তি সময় চেয়েছিলেন সেবির আইনজীবী। বুধবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'তদন্তের জন্য অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত সময় দেওয়া সময় নয়। আগামী ১৪ আগস্টের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।' পাশাপাশি শীর্ষ আদালত গঠিত বিচারপতি সাপ্রের নেতৃত্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আগামী ১১ জুলাই শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।
গত ২৪ জানুয়ারি গৌতম আদানির মালিকাধীন আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও কারচুপির অভিযোগ এনে এক রিপোর্ট প্রকাশ করে মার্কিন শর্ট সেলার সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ। আর ওই রিপোর্টের পরেই হু-হু করে আদানি গোষ্ঠীর মালিকাধীন বিভিন্ন সংস্থার শেয়ার দরে ধস নামে। যৌথ সংসদীয় কমিটির দাবিতে সংসদে সোচ্চার হয় বিরোধীরা। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে ওই দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়।

সুপ্রিম কোর্ট : ডিকে শিবকুমারের বিরুদ্ধে সঙ্গতিবিহীন সম্পত্তি মামলায় শুনানি স্থগিত

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.) : কর্ণাটক কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমারের বিরুদ্ধে সঙ্গতিবিহীন সম্পত্তি মামলায় সিবিআইয়ের দায়ের করা আবেদনের শুনানি পিছিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বুধবার শুনানি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। শুনানির সময় ডি কে শিবকুমারের পক্ষে অ্যাডভোকেট অভিষেক মনু সিংভি শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছিলেন। তবে হাইকোর্ট এ বিষয়ে শুনানি করছে বলেও জানিয়েছে আদালত। সিবিআই চাইলে ভেকেশন বেঞ্চে আসতে পারে। সিংভি বলেন, কর্ণাটক হাইকোর্টের একটি অন্তর্বর্তী আদেশ ছিল এবং হাইকোর্টে ২৩ মে শুনানির কথা রয়েছে।
প্রকৃতপক্ষে, কর্ণাটক হাইকোর্ট ১০ ফেব্রুয়ারি ডিকে শিবকুমারের বিরুদ্ধে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পত্তির মামলায় তদন্ত স্থগিত করেছিল। হাইকোর্টের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে সিবিআই। ডি কে শিবকুমারের বিরুদ্ধে ৩ অক্টোবর, ২০২০-তে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এফআইআর-এ বলা হয়েছে, ডিকে শিবকুমারের সম্পত্তি ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সঙ্গতিবিহীন বেড়েছে।

মুর্শিদাবাদে তৃণমূল নেতার উপর হামলা, গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে

কান্দি, ১৭ মে (হি. স.) : তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় অফিসে বৈঠক করে বাড়ি ফেরার সময় ব্যাপক মারধর করা হল মুর্শিদাবাদের শালুগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মোরসেলিম শেখকে (৫৬)। গুরুতর আহত অবস্থায় মোরসেলিম বর্তমানে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। যদিও এই ঘটনায় বুধবার দুপুর পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।
স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধেবেলা মোরসেলিম আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে এলাকার কয়েকজন তৃণমূল নেতার সাথে শালুগ্রামে দলীয় অফিসে একটি বৈঠক করেন। এরপর রাতের বেলায় তিনি যখন বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় পঞ্চায়েত সদস্য রাইহান শেখের নেতৃত্বে কিছু দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে ব্যাপক মারধর শুরু করে। পরে গ্রামের লোকেরা রক্তাক্ত অবস্থায় মোরসেলিমকে উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান।
মোরসেলিমের পরিবারের লোকেরা এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য-সহ ছয় জনের বিরুদ্ধে।
আহত ওই তৃণমূল নেতার ছেলে আলতাব শেখ বলেন, "আমার বাবা সম্প্রতি শালুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অঞ্চল সভাপতির পদ পেয়েছেন। তারপর থেকে এলাকার কিছু তৃণমূল নেতা মনে করছিলেন আমার বাবা হয়তো তাঁদেরকে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট দেবেন না। এলাকার যে সমস্ত তৃণমূল নেতা নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে চান তাঁরাই আমার বাবাকে মারধর করেছেন।" তিনি অভিযোগ করেন, "আমরা জানতে পেরেছি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রাইহান শেখ এবং আরও পাঁচজন মিলে আমার বাবাকে প্রাণে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে গতকাল হামলা চালিয়েছিল।"
ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন, "এই ঘটনার সাথে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। মোরসেলিমের বিরুদ্ধে অতীতে খুন সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। আমি শুনেছি পুরনো কোনও বিবাদের জেরে তাঁর উপর হামলা হয়েছে।"

জম্মু ও কাশ্মীরের মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধার আমাদের অগ্রাধিকার : মেহবুবা মুফতি

শ্রীনগর, ১৭ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন তাঁর অগ্রাধিকার নয়, কারণ তাঁর দল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জনগণের মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের দিকে মনোনিবেশ করতে চায়। বললেন পিডিপি সভাপতি মেহবুবা মুফতি। বুধবার তিনি বলেছেন, 'নির্বাচন তো দূরের বিষয়।
জনগণের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে আনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যা বঞ্চিত হচ্ছে। মানুষের চলাফেরার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত।'
জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, যদি তার দলের অর্থ ও সম্পদ থাকত, তাহলে তাঁরা ২০১৯-এর পরে দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দী সেই সমস্ত কাশ্মীরি

বন্দীদের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করত।

দ্য কেরালা স্টোরি: সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা পেশ করল বাংলা সরকার

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.) : দ্য কেরালা স্টোরি ছবিটি মুক্তি পাওয়ার আগে থেকেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। গত ৫ মে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার চার দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবিটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র থাকা সত্ত্বেও বাংলায় কেন এই ছবি দেখানো হবে না, তার কারণ জানতে চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় দ্য কেরালা স্টোরির টিম। শীর্ষ আদালত রাজ্যের কাছে জানতে চায় সারা দেশে চললেও সিনেমাটি বাংলায় কেন নিষিদ্ধ হল? দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি পি এস নরসিমার বেঞ্চে রাজ্যে দ্য কেরালা স্টোরি নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে মামলার শুনানি চলে। সেই মামলাতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তর জানতে চেয়ে নোটিস পাঠায় সুপ্রিম কোর্ট।
বুধবার নোটিসের জবাবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ছবিটি পক্ষপাতদুষ্ট। এখানে তথ্য বিকৃত করা হয়েছে যা বিশেষ সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত আনতে পারে। এতে রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আইন-শৃঙ্খলার পরিবেশ নষ্টের আশঙ্কা রয়েছে। এর তথ্য দিয়েছে রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্য কেরালা স্টোরি ফিল্মটির প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞাকে রক্ষা করে বলেছে যে ছবিটি প্রদর্শনের ফলে চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিদ্বেষ ও হিংসার ঘটনা এড়াতে রাজ্যে বিতর্কিত ছবিটি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার বলেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ছবিটির উপর নিষেধাজ্ঞা একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত। নিষেধাজ্ঞা পিটিশনকারীদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করেনি এবং পিটিশনকারীদের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াকে মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন বলা যাবে না।

রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক: মায়াবতী

লখনউ, ১৭ মে (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের পৌরসভা নির্বাচনে অপমানজনক পরাজয়ের পর ক্ষমতাসীন দল বিজেপির উপর তীব্র আক্রমণ শুরু করলেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) প্রধান মায়াবতী।
বুধবার এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনে জনবিরোধী নীতি, ভুল কর্মকাণ্ড ইত্যাদির প্রভাব কমাতে সরকারি যন্ত্রপাতির অপব্যবহার, তাদের বিদ্বেষপূর্ণ, নিপীড়নমূলক আচরণ এবং রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ধর্মের ব্যবহার। অত্যন্ত গুরুতর এবং অত্যন্ত উদ্বেগজনক, যা গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক।
পরের একটি টুইটে বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি দলের কর্মীদের বলেন, এই ভয়ঙ্কর জনবিরোধী চ্যালেঞ্জগুলির দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করতে হবে। এর জন্য দলের পদাধিকারী ও কর্মীদের

একটি সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়ন করা উচিত।
প্রসঙ্গত, বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী পৌরসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর বিজেপিকে ক্রমাগত আক্রমণ করছেন। তিনি তিন দিন আগে একটি বিবৃতিতেও বলেন, বিজেপি সরকার উত্তরপ্রদেশের নাগরিক নির্বাচনে সরকারি যন্ত্রের অপব্যবহার করেছে, যার কারণে তারা এই জয় পেয়েছে।

সিপাহীজলা জেলার উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ মে।।বুধবার বিকাল তিনটায় বিশ্রামগঞ্জ জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হলে সিপাহীজলা জেলার দুই বিধায়কদের উপস্থিতি অনুষ্ঠিত হয় এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সিপাহীজলা জেলাশাসক ড: বিশাল কুমার, কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার , নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কিশোর বর্মন সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। মূলত সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পর্যালোচনা করতে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এই বৈঠকে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ নিজ নিজ দফতরের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ড: বিশাল কুমার বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন রাখেন সময়ের কাজ সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য যাতে কাজ নিয়ে কোন ধরনের গাফিলতি না হয়। কি কি ধরনের সমস্যা রয়েছে এলাকায় কি কি ধরনের কাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে সমস্ত বিষয়গুলো তুলে ধরেন বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিরা। তাছাড়া সাধারণ নাগরিকের কাছে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা কিভাবে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায় তা নিয়েও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করেন উপস্থিত বিধায়ক গণ। জনগণের স্বার্থে সরকার কাজ করছে তাই সাধারণ মানুষের স্বার্থে আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করারও আহবান জানান জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের।

সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে গিয়ে মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.) : তামিলনাড়ুর কুদ্দালোর জেলায় অবস্থিত একটি গ্রামে একটি নবনির্মিত সেপটিক ট্যাঙ্কে কাজ করার সময় বিষাক্ত গ্যাসের কারণে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটে গত ১৩ মে। বুধবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তামিলনাড়ু সরকারের মুখ্য সচিব, পুলিশ মহাপরিচালক এবং কুড্ডালোর জেলার স্থানীয় পৌর কমিশনারকে যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং সতর্কতার অভাবে বিপজ্জনক নর্দমা পরিষ্কারের কাজ চার সপ্তাহের মধ্যে বন্ধ করার জন্য নোটিশ জারি করেছে। গৃহীত ব্যবস্থা বা আরও নেওয়ার বিষয়ে একটি বিশদ প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে।সেই সঙ্গে পৌরসভা, সরকারের গাফিলতির কারণে দায়ের করা এফআইআর, এ বিষয়ে সচেতনতা না ছড়ানোর জন্য নিকটাত্মীয়দের দেওয়া ক্ষতিপূরণ সম্পর্কেও জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে ধরনায় মহিলা তৃণমূল

শিলিগুড়ি, ১৭ মে (হি. স.) : কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাজ্যের পাওনা টাকা দিচ্ছে না বলে একাধিকবার অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বকেয়া পাওনা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে আগামী ২২ ও ২৩ মে শিলিগুড়িতে ধরনায় বসতে চলেছে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস।তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে টানা ৩২ ঘণ্টা ধরে ধরনা অবস্থান করবে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী ২২ ও ২৩ মে এই ধরনা চলবে বলে জানান তিনি। সেখানে রাজ্যের মহিলা নেতৃত্বের পাশাপাশি উত্তরের জেলাগুলির মহিলা তৃণমূলের স্থানীয় নেত্রী ও সদস্যরাও থাকবেন। আদিবাসী, রাজবংশী মহিলারাও ধরনায় সামিল হবেন বলে জানান তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হচ্ছে

● আটের পাতার পর

অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। দপ্তরের অধিকর্তা জানান, বিলোনীয়া আইটিআইতে ড্রোন প্রযুক্তি বিষয়ের উপর কোর্স চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া দপ্তর ২০২২ সালের আগস্ট থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যে বিনিয়োগকারীদের নিয়ে ৪টি সম্মেলন আয়োজন করেছে। আসন্ন উত্তর পূর্বা'ল গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিটকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজ্যে রোড শো আয়োজনের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি জানান, এডিবি'র অর্থানুকুল্যে রাজ্যে রূপায়িত বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সফলভাবে বাস্তবায়ণের জন্য ৪ জন পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম পরিচালিত ১৯টি শিল্পা'ল রয়েছে। এই শিল্পা'লগুলিতে ১৬০টি শিল্প কারখানা চালু রয়েছে। আরও ৮২টি শিল্প কারখানা স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। এই শিল্প কারখানাগুলিতে এখন পর্যন্ত ৫২৪৭ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এই শিল্প সংস্থাগুলিতে এখন পর্যন্ত ৯০১.৪৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি জানান, পিএম গতিশক্তি প্রকল্প রূপায়ণে ত্রিপুরাকে ফার্স্ট মুভার রাজ্য হিসেবে ক্যাটাগরাইজড করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজ্যে স্বাবলম্বন প্রকল্পে ১৩২৪ জন এবং প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন কর্মসূচিতে (পিএমইজিপি) ৬৯৮ জনকে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আগরতলায় ১টি ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট সহ রাজ্যে মোট ৮টি ল্যাণ্ড কাস্টম স্টেশন রয়েছে। শ্রীমন্তপুর ল্যাণ্ড কাস্টম স্টেশনকে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে (আইসিপি) উন্নীত করা হয়েছে। রাজ্যে শ্রীনগর এবং কমলাসাগরে বর্ডার হাট রয়েছে। তাছাড়া কমলপুর এবং রাগনায় বর্ডার হাট স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এছাড়াও আরও ৮টি জায়গায় বর্ডার হাট স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি জানান, কুমারঘাট শিল্পা'লকে আগরবাতি সেক্টরের হাব হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ত্রিপুরা ব্যাম্ব মিশনে ১১৫০ জন আর্টিজানকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে ১৯টি সরকারি এবং ২টি বেসরকারি আইটিআই রয়েছে। এই আইটিআইগুলিতে বিভিন্ন ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন ইনসেন্টিভ স্কিম ২০২২ রাজ্যে চালু রয়েছে।

সভায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট অধিদপ্তরের অধিকর্তা স'য় চক্রবর্তী দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে জানান, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ নিয়ে ৩৭০৯ জন যুবক যুবতী ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংস্থায় নিযুক্তি পেয়েছেন। ১০১৫ জন পরিযায়ী শ্রমিককে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া জল জীবন মিশনের সফল রূপায়ণের জন্য ৯৩৮ জন কলমি' এবং ১০৫৮ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রিসিয়ানকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও স্কিল ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের বিভিন্ন সাফল্য ও নতুন উদ্যোগ সমূহ নিয়েও আলোচনা করেন অধিকর্তা। সভায় হস্ততাঁত ও হস্তকারু ও রেশম শিল্প অধিদপ্তরের অধিকর্তা তরুণ দেববর্মা বলেন, রাজ্যে হস্ততাঁত ক্লাস্টার রয়েছে ৬৫টি। তাছাড়া হস্তকারু এবং রেশম শিল্প ক্লাস্টার রয়েছে যথাক্রমে ১৯ এবং ২১টি। তিনি এই শিল্পের সাথে জড়িত আর্টিজেনদের জন্য গৃহিত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি এবং কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

রাস্তায় মথা

● প্রথম পাতার পর

কথা বলতে গিয়ে এই বিষয়গুলি তুলে ধরলেন।

সিবিএসই বোর্ডে ককবরক ভাষায় প্রশ্নপত্র বাংলা এবং রোমান হরফে করার দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। আজ আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলন করে শ্রী দেববর্মা বলেন, ককবরক ভাষায় প্রশ্নপত্র বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার হরফে করার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহাকে চিঠি দিয়েছিলাম। আজ বিধায়ক বৃষ্যকেতু দেববর্মা এবং বিধায়িক স্বপ্না দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে দীর্ঘ সময় কথা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বক্তব্য ভালভাবে শুনেছেন। বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, রাজ্যে সিবিএসই পরিচালিত স্কুলে মূলত ইংরেজি ভাষায় পড়াশুনা হয়। এই স্কুলগুলির ছাত্রদের ককবরকে প্রশ্নপত্র বাংলার সঙ্গে রোমান হরফে করতে হবে। তিনি বলেন, বিধানসভায় এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সবাইকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

এদিকে, টিএসইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ত্রিপুরাও সামাজিক মাধ্যমে একই দাবী নিয়ে সরব হলেন। এখন দলের প্রত্যেকে এই দাবীতে জোড়ালো আওয়াজ তুলে ময়দান গরম করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে ইন্টারলোকেটরের বিষয়টি অধরা রয়ে গেল। একই ভাবে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড ও সাংবিধানিক সমাধানের বিষয়টিও বিশ বাঁও জলে।

এক ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

কান্নায় ভেঙে পড়ে তার পরিবারের লোকজন। তবে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে সে বিষয় নিয়ে রহস্যের দানা বাধছে। পুলিশ তদন্ত করছে খুন নাকি দুর্ঘটনা।

টানাপোড়েন

● প্রথম পাতার পর

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র জিজ্ঞাসাবাদের মুখেও পড়তে হয়েছিল তাঁকে।

২০১৭ সালের অগস্টে কর্নাটকের তৎকালীন মন্ত্রী শিবকুমারের বিরুদ্ধে ৭০টি জায়গায় অভিযান চালিয়েছিল আয়কর দফতর। এর পর আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগে ২০১৮ সালে মামলা দায়ের করে ইডি। ২০২০ সালের অক্টোবরে দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তদন্তে নেমেছিল সিবিআই। কিন্তু কর্নাটক হাই কোর্ট শিবকুমারের আর্জির প্রেক্ষিতে এই তদন্তে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। চলতি বছরের মার্চ মাসে সেই স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ানো হয়। কিন্তু হাই কোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যায় সিবিআই। তদন্তকারী সংস্থাটির বক্তব্য, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মামলায় দীর্ঘ দিন ধরে তদন্ত বন্ধ থাকতে পারে না।

সিদ্দারামাইয়াকে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করলে আগামী লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে জেডি (এস)-এর সমঝোতার সম্ভাবনা কার্যত ইতি হয়ে যাবে। জেডি(এস)-এর টিকিটে জিতেই একদা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন সিদ্দা। পরে দলবিরোধী কার্যকলাপের জন্য দেবগৌড়া তাঁকে বহিষ্কার করেন। পুরনো ব্যক্তিগত সংঘাতের কারণে ওবিসি নেতা সিদ্দা কিছুতেই দেবগৌড়ার সঙ্গে সমঝোতায় রাজি হবেন না বলেই কংগ্রেসের একাংশের ধারণা।

অন্ধ্রে অটো-লরির সংঘর্ষের মৃত ৬, আহত আরও নয়

পালনাড়ু (অন্ধ্রপ্রদেশ), ১৭ মে (হি.স.) : মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৬ জনের । বুধবার সকালে পালনাড়ু জেলার দাচেপল্লি মন্ডলে একটি অটোকে ধাক্কা দেয় একটি পণ্যবাহী লরি । ঘটনাস্থলেই অটোর পাঁচ সওয়ারির মৃত্যু হয় । গুরুতর আহত হয়েছে আরও ৯ যাত্রী । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অটোর আরও এক যাত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকেও মৃত বলে ঘোষণা করে । অন্ধ্র প্রদেশের পালনাড়ু জেলারই বাসিন্দা ছিলেন ওই ব্যক্তি ।জানা গিয়েছে, দাচেপল্লি মন্ডলের পন্ডুগুলায় শ্রমিকদের নিয়ে যাচ্ছিল অটোটি । রাস্তায় লরির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় অটোর। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, লরিটি এতটাই দ্রুত গতিতে ছিল দুর্ঘটনার অভিঘাতে অটোটি কার্যত দুমড়ে মুচড়ে যায় । দুর্ঘটনায় জড়িত লরিটির সন্ধান পাওয়া গেছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ । গোটা ঘটনার মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ ।

খোয়াইয়ের মীরা জমাতিয়ার কন্যা সন্তানের চিকিৎসায় সহায়তার আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতা, ১৭ মে।।'উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ির দক্ষিণ ফুলবাড়ির নিবাসী প্রতিভারাণী পালের একমাত্র রোজগেরে পুত্র সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্বামী হারা প্রতিভারাণী পালের পরিবারে বিকল্প আয়ের উৎস না থাকায় পুত্রের চিকিৎসার খরচ চালাতে পারছিলেননা। প্রতিভারাণী পাল আজ 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি পালের এই সমস্যার কথা শুনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আয়োজিত 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' কর্মসূচিতে আজও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার মানুষ তাদের নানা সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহার সাথে মিলিত হন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যা, অভাব, অভিযোগের কথা শুনেন এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' কর্মসূচিতে আজ খোয়াই নিবাসী মীরা জমাতিয়া মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তার ২ বছরের কন্যা সন্তান জন্মের কিছুদিন পর থেকে পায়ে সফট টিস্যু সোয়েলিং সমস্যায় ভুগছে। ফলে কন্যা সন্তানটি দাঁড়াতে পারেনা। শ্রীমতি জমাতিয়া তার কন্যা সন্তানকে বেশ কয়েকবার বহির্রাজ্যে নিয়ে চিকিৎসা করিয়ে আনেন। আগামী ২ মাস পর তাকে আবারও বহির্রাজ্যে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হবে। এই অবস্থায় স্টাফ নার্স পদে কর্মরত শ্রীমতি জমাতিয়ার সামান্য বেতনে তার কন্যা সন্তানের চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে সমস্যায় পড়েছেন। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার সমস্যার কথা তুলে ধরলে মুখ্যমন্ত্রী তাকে সাহায্যের আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। তাছাড়া আজ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন ধলেশ্বর নিবাসী গৌতম দেবনাথ। পেশায় তিনি একজন অটোচালক। তার ী দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। গৌতম দেবনাথ তার স্বল্প আয়ে সংসার চালিয়ে ীর চিকিৎসা ব্যয় চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার এই সমস্যার কথা তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়াও আজ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক সুখেন্দ দেবনাথ ও তার পরিবার। শ্রী দেবনাথ গত তিন বছর ধরে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। অর্থের অভাবে তিনি সঠিকভাবে তার চিকিৎসা করাতে পারছেন না এবং দশম শ্রেণীতে পাঠরত তার মেয়ের পড়াশুনার খরচও চালাতে পারছেন না। এই অবস্থায় তিনি আজ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে তার সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা তার এই সমস্যার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন। এভাবেই মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা আজ রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মানুষের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হন। এদের মধ্যে অধিকাংশই উন্নততর চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু' কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, শিক্ষা দপ্তরের সচিব শরদিন্দ চৌধুরী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন এবং ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসের চিকিৎসা আধিকারিক ডা. দিব্যেন্দ বিকাশ দাস।

গুরুতর দুই

● প্রথম পাতার পর

পাড়ার বাসিন্দা পাইচাহা মগ(৩২)-কে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অপরদিকে বাকি দুই জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে একজনকে গোমতী জেলাহাসপাতালে ও অপরজনকে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

তিনি আরো জানিয়েছেন, আহত দুইজন কলসীর বাসিন্দা নিথাই মগ এবং গাবুরছড়ার বাসিন্দা আংজাফ্রু মগ। দুর্ঘটনায় নিহত ব্যাক্তির মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। ওই দুর্ঘটনা নিয়ে তদন্তে নেমেছে বাইখোড়া থানার পুলিশ।

স্বস্তির বৃষ্টি

● প্রথম পাতার পর

শুরু হয় ঝড়। ঝড়ো হাওয়ায় সাময়িক সময়ের জন্য বিদ্যুৎ চলে গেলেও ক্ষোভ ছিল না জনগণের মধ্যে। কারন এই ঝড়- বৃষ্টির জন্য মুখিয়ে ছিলেন অনেকেই। ঝড়ো হাওয়ায় তেমন কোন বড় ক্ষতি হয়নি বলে জানা গেছে। এরপর ঝড়ের সঙ্গেই শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। দিনের ব্যস্ততম সময়ে বৃষ্টিস্নাত শহর আগরতলার ছবিটাই ছিল ভিন্ন। দীর্ঘ দিনের উত্তাপের পর এই বৃষ্টি যেন ক্ষনিকের তৃপ্তি নিয়ে আসে জনমনে। বর্ষাতি হাতে অনেকেই আবার গন্তব্যে পৌছনোর জন্য ছিলেন ব্যস্ত। শহর জুড়ে কালো মেঘের ঘনঘটা এবং বৃষ্টিতে একলাভে কমল তাপমাত্রা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন অনেকেই। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে এই বছর ৪ মে কেরলে প্রবেশ করবে মনশুন। এরপর তা রাজ্যে পৌছুতে পৌছতে আরো কয়েকটি দিন লাগবে। এই বছর স্বাভাবিক বৃস্টিপাত হবে বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের।

নবান্নে কুড়মি প্রতিনিধিদের সঙ্গে ৪৫ মিনিট বৈঠক মমতার

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স.) : পূর্বাঞ্চলীয় আদিবাসী কুড়মি সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে টানা ৪৫ মিনিট বৈঠক করলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনে সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তফশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে চিঠি পাঠানোর বিষয়টি ভাবনাচিন্তা করছে রাজ্য। বুধবারের বৈঠকে এমনটাই জানিয়েছে নবান্ন।

এদিন বিকেলে পূর্বাঞ্চলীয় আদিবাসী কুড়মি সমাজের ৩ প্রতিনিধি-শুভেন্দু মাহাতো, বিজয় মাহাতো এবং সুনীল মাহাতো নবান্নে আসেন। সঙ্গে ছিলেন জঙ্গলমহলের ১০ বিধায়ক। কুড়মি সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে টানা ৪৫ মিনিট বৈঠক করেন মমতা। সঙ্গে ছিলেন রাজের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও মলয় ঘটক। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদীও। সূত্রের খবর, বৈঠকে মূলত ৩ দফা দাবি জানান কুড়মিরা।

তাঁদের দাবিদাওয়া বিবেচনা করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, এই ইস্যুতে ইতিমধ্যে কেন্দ্রকে চারবার চিঠি দিয়েছে রাজ সরকার। তারপরেও সমাধান হয়নি। নতুন করে চিঠি পাঠানো যায় কি না, তা খতিয়ে দেখবে রাজ।

টেলিকম সেক্টরে আইসিটি-র প্রভাব নিয়ে আলোচনা অংশ নিলেন প্রযুক্তি ক্ষেত্রের একাধিক ব্যক্তিত্ব

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স.) : বিশ্ব টেলিকম দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করল পাবলিক রিলেশনস সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া,কলকাতা চ্যাপ্টার। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রের একাধিক আধিকারিক ও এই পেশায় যুক্ত একাধিক ব্যক্তিত্ব। বুধবারের এই অধিবেশনে আইসিটির সম্ভাবনাকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য অনুঘটক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতা টেলিফোনস, বিএসএনএল-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার দেবাশিস সরকার। সেখানে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি তিনি ভারতের টেলিকম সেক্টরের বিভিন্ন বিষয়েও আলোকপাত করেন।

বিশ্বব্যপী টেলিযোগাযোগের গুরুত্ব এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সর্বজনীন ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর বিশ্ব টেলিকম দিবস উদযাপিত হয়। এটি এই ক্ষেত্রের অগ্রগতিকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি সকলের জন্য সংযোগ নিশ্চিত করে এবং ডিজিটাল বিভাজনের সেতুবন্ধনের দিকে নজর দেয়। ১৯৮৯ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, মণিপুর ও বিহারের টেলিকমিউনিকেশন দফতরের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত থেকেছেন দেবাশিষবাবু। এরপর ২০০০ সাল থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং কলকাতায় বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন বিএসএনএল-কে। বর্তমানে তিনি কলকাতা টেলিফোনসের চিফ জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে ম্যানেজমেন্ট, অপারেশন, রাজস্ব উৎপাদন এবং বৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন পিআরএসআই, কলকাতা চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান সৌম্যজিৎ মহাপাত্র। বক্তব্যে তিনি তুলে ধরেন কীভাবে টেলিকমিউনিকেশন শিল্পে জ্ঞানের আদান-প্রদান এবং পেশাদারিত্ব বিকাশের জন্য পিআরএসআই, কলকাতা চ্যাপ্টার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।

প্রয়াত বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটির নেতা জাফরইয়াব জিলানি

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.) : প্রয়াত হলেন বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটির নেতা জাফরইয়াব জিলানি। বুধবার দুপুরে মৃত্যু হল সেই আইনজীবী জাফরইয়াব জিলানির। জানা গিয়েছে, তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তবে দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন জিলানি। ২০২১ সালে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন তিনি। চিকিৎসাধীন থাকতে থাকতেই বুধবার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। প্রসঙ্গত, ১৯৮৬ সাল থেকে বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন জিলানি। এছাড়াও অল ইন্ডিয়া মুসলিম ল বোর্ডের সেক্রেটারিও ছিলেন।

১৯৮৬ সালে ফজিয়াবাদ জেলা বিচারকের আদেশে তৈরি হয় বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি। হিন্দুত্ববাদের পালটা দিতে বাবরি মসজিদ বাঁচানোর উদ্যোগ নিতেই এই কমিটি তৈরি করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক পদে নিযুক্ত হন জিলানি। তারপর থেকে দীর্ঘদিন ধরে বাবরি মসজিদ রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন তিনি। যদিও ১৯৯২ সালে ভেঙে ফেলা হয় বাবরি মসজিদ। তারপরে একাধিক আদালতে বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত মামলায় আইনি লড়াই করেছেন জিলানি। সুপ্রিম কোর্টে রাম জন্মভূমি সংক্রান্ত মামলায় লড়েছেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল পদেও বসেছিলেন। যদিও ২০১৯ সালে বাবরি মসজিদের বিরুদ্ধে রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। তবে আদালতের সেই সিদ্ধান্তের পরেও নিজের লড়াই নিয়ে গর্বিত ছিলেন জিলানি। তাঁর মতে, বাবরি মসজিদের আইনি লড়াই করতে পেরে গর্বিত।

হাইকোর্টের নির্দেশে লালন শেখের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত শুরু করল সিট

রামপুরহাট, ১৭ মে (হি. স.) : হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পর বগটুই কাণ্ডে সিবিআই হেফাজতে লালন শেখের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে তদন্ত শুরু করল সিট। বুধবার ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বীরভূমের রামপুরহাট সংলগ্ন সিবিআইয়ের অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে তদন্ত শুরু করে তাঁরা। এনিয়ে মুখ খুলতে চায়নি তদন্তকারী অফিসারেরা।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২১ মার্চ রামপুরহাট বগটুই মোড়ে বোমা মেরে খুন করা হয় তৃণমূলের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখকে। লালন শেখ তার ছায়াসঙ্গী ছিলেন। লালনের সামনেই খুন করা হয় ভাদুকে। এরপরেই খুনের বদলা নিতে বগটুই গ্রামের একাধিক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। একটি বাড়িতেই পুড়িয়ে মারা হয় আটজনকে। পরে আরও দুই অগ্নিদগ্ধ মহিলার মৃত্যু হয়। গনহত্যা কাণ্ডে মুল অভিযুক্ত ছিলেন লালন শেখ। তাকে ৪ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ডের গ্রাম থেকে গ্রেফতার করে সিবিআই। আদালতের অনুমতি নিয়ে সিবিআই হেফাজতে থাকাকালীন ১২ ডিসেম্বর দুপুরে বাথরুমের মধ্যে থেকে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার পর মৃত্যুর তদন্ত শুরু করে সিআইডি। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশে লালন শেখের মৃত্যুর তদন্ত হাতে নেয় সিবিআই। এই নিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পাল্টা মামলা করা হয়। এরপরেই মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ফের সিট কে তদন্তের ভার দেয় হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ পেয়ে এদিন প্রথম তদন্ত শুরু করে সিট। প্রথমেই তাঁরা যান সিবিআইয়ের অস্থায়ী অফিস পান্থশ্রীতে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তদন্ত করার পর সেখান থেকে চলে যান তদন্তকারী অফিসারেরা।

হরিশ্চন্দ্রপুরে যৌতুকের দাবিতে নববধূকে খুন করার অভিযোগ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ মে (হি.স.) : স্বামী রয়েছেন ভিন রাজ্যে। শ্বশুরবাড়ি থেকে নব বধূর মৃত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ।খুন নাকি আত্মহত্যা,তদন্তে নেমেছে পুলিশ।তবে মেয়ের বাবার পরিবারের দাবি স্বামী ভিন রাজ্য থেকে ফিরে এসে স্ত্রীকে খুন করে গা ঢাকা দিয়েছে। তবে স্বামী ভিন রাজ্য থেকে কবে ফিরলেন এবং এখন কোথায় আছে তার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।বিয়ের দুই মাস পরে যৌতুকের দাবিতে নব বধূকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাড়ো গ্রামে।এই নিয়ে এদিন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতা ওই নব বধূর নাম মুস্তরি খাতুন(২৩)।ঘটনার পর থেকেই শ্বশুর বাড়ির লোকেরা পলাতক।মুস্তরি খাতুনকে খুন করা হয়েছে বলে স্বামী মুতাহার আলি সহ পরিবারের সদস্যদের নামে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার মেয়ের পরিবার।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,বছর খানেক আগে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়রামপুর গ্রামের বাসিন্দা আজিমুল আলির মেয়ে মুস্তরি খাতুনের সঙ্গে শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে হয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাড়ো গ্রামের বাসিন্দা জিয়াউদ্দিন আহমেদের ছোট ছেলে মুতাহার আলির।

াঙ্গন

সন্তোষ মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগের গুরুত্বপূর্ণ ৩টি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। মূলতঃ লড়াই হবে এখন পোলস্টার, ব্লাডমাউথ এবং বিসিসি-র মধ্যে। চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স হওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সাফল্যের লক্ষ্যে কিঞ্চিৎ উঁকি ঝুঁকি রয়েছে চলমান সংঘ, ওল্ড প্লে সেন্টারেরও। তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে পোলস্টার, ব্লাডমাউথ এবং বিসিসি-ই এগিয়ে। আগামীকাল কার্যত সেমিফাইনাল বলা যেতে পারে। কেননা, আগামীকাল ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের অন্তিম পর্যায়ে তিন মাঠে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে মৌচাক ক্লাব খেলবে ওল্ড প্লে সেন্টার বা ওপিসি-র বিরুদ্ধে। এটি মৌচাকের শেষ ম্যাচ। ইতোমধ্যে মৌচাক ৬ ম্যাচ খেলে মাত্র একটিতে জয় এবং অপর একটি পরিত্যক্ত ম্যাচে পয়েন্টের ভাগ পেয়ে মোট ছয় পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় এই মুহূর্তে ৭ নম্বর অবস্থানে রয়েছে। ওপিসি রয়েছে পঞ্চম স্থানে। এ পর্যন্ত ৫ ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জয় ছিনিয়ে ১২ পয়েন্ট পেয়ে। আগামীকাল এমবিবি স্টেডিয়ামে চলমান সংঘ খেলবে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব বা বিসিসি-র বিরুদ্ধে। বিসিসি-র পক্ষে এটি ষষ্ঠ ম্যাচ হলেও চলমান সংঘের পক্ষে এটি অন্তিম ম্যাচ। বিসিসি এ পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচ খেলে চারটিতে জয় পেয়ে ১৬ পয়েন্ট পেলেও রান রেটের নিরিখে পোলস্টার ও ব্লাডমাউথের পেছনে রয়েছে, তৃতীয় শীর্ষে। ০.৭৫৯ রান রেটের সুবাদে। নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ব্লাডমাউথ ক্লাব খেলবে পোলষ্টার ক্লাবের বিরুদ্ধে। দুই দলের পক্ষেই এটি ষষ্ঠ ম্যাচ। পাঁচটি করে ম্যাচ খেলে দুই দলই চারটিতে জয় ছিনিয়ে ১৬ করে পয়েন্ট পেলেও রান রেটের নিরিখে পোলস্টার ও ব্লাডমাউথ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে। পোস্টারের নেট রান রেট ২.৩১০ এবং ব্লাড মাউথের নেট রান রেট ১.৪২৭। ২০ মে এমবিবি স্টেডিয়ামে ও পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে দু-দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে আগামীকালের তিনটি ম্যাচের গুরুত্বও যথেষ্ট। আগামীকাল ম্যাচের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপের লাইন আপ কিছুটা হলেও তৈরি হবে।

জয়ের লক্ষ্যে নিঃসন্দেহে প্রতিটি দলই মরিয়া।

বিনা লড়াইয়ে কোন দলই ময়দানে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ। আগামীকাল ও শনিবার মাঠে লড়াই কেমন জমে ওঠে তাই এখন দেখার বিষয়।

টেরেসা ডায়াগনস্টিকের রজত বর্ষপূর্তি উপলক্ষে হাঁটা প্রতিযোগিতা ২১শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। আগামী ২১ মে আয়োজন করা হচ্ছে এক ওয়াকথন রেলি বা হাঁটা প্রতিযোগিতার। ওইদিন সকাল ছয়টায় এই হাঁটা প্রতিযোগিতা শুরু হবে আস্তাবলে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানের বিপরীতে টেরেসা হেলথ কেয়ার সেন্টারের প্রাঙ্গণ থেকে। এখানে যেকোনও অ্যাথলেট, খেলোয়াড় বা সুস্থ সাধারন ব্যক্তি এই হাঁটা প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবেন। এই হাঁটা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে মোটা অংকের প্রাইজ মানিতে সম্মানিত করা হবে। প্রথম পুরস্কারের মূল্য ১০ হাজার টাকা। এই ওয়াকথন রেলি বা হাঁটা প্রতিযোগিতায় যাঁরা যোগদান করতে ইচ্ছুক তাঁরা ৯০৮৯৩১০৯৪১ নম্বরে ফোনে যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। উল্লেখ্য, আজ, বুধবার টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টার-এর ২৫ তম বর্ষপূর্তি। এই ২৫ তম বর্ষপূর্তি বা সিলভার জুবিলী উদযাপন উপলক্ষে বর্ষব্যাপী আয়োজিত বেশ কিছু অনুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ এই ওয়াকথন রেলি বা হাঁটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আজ, বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের শুরুর দিনে সকালে টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টার-এর সেকেন্ড ফ্লোরে এক মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এক বিশেষ সংস্কৃতিক সন্ধ্যাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ২১ মে এবং ১১ই জুন আরও দুটো বিশেষ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ রয়েছে উদ্যোক্তা টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টার-এর। সবকটি অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে আয়োজনে উদ্যোক্তারা সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

অমরপুরে সিনিয়র লীগ ক্রিকেটে ইয়াপ্রিকে হারিয়ে দেবাপর্তি ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। দেবাপর্তি ক্রিকেট একাডেমি ফাইনালে পৌঁছলো। অমরপুরে সিনিয়র ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এখন অন্তিম পর্যায়ে। প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে আজ দেবাপর্তি ক্রিকেট একাডেমী বৃষ্টি বিঘ্নিত খেলায় প্রতিপক্ষ ইয়াপ্রি কৌতাল ক্লাব কে ৭৮ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ভিজেডি মেথডে দেবাপর্তি ক্রিকেট একাডেমি আজ জয়ী হয়েছে। অমরপুরে রাঙ্গামাটি গ্রাউন্ডে সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস ইয়াপ্রি কৌতাল ক্লাব প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। দেবাপর্তি ক্রিকেট একাডেমি ব্যাট হাতে নামলেও বৃষ্টির কারণে ৫০ ওভারের ম্যাচ ১৮ ওভার খেলতেই খেলা থেমে যায়। ইতোমধ্যে দেবাপর্তি ক্রিকেট একাডেমী এক উইকেট হারিয়ে ১২৯ রান সংগ্রহ করে।

দলের পক্ষে দেবব্রত সাহার অপরাজিত ৭৬ রান এবং সুবিমল নাথের অপরাজিত ৩০ রান উল্লেখযোগ্য। দেবব্রত ৪৬ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৬ রানে অপরাজিত থাকে। বৃষ্টির পর ম্যাচ পুনরায় শুরু হলে ইয়াপ্রি কৌতাল ক্লাবের সামনে ১৮ ওভারে ১৩০ রানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। ইয়াপ্রি কৌতালের ব্যাটার্সরা তেমন দক্ষতার সঙ্গে রান পায়নি বলে মাত্র ৫১ রানেই ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

দলের পক্ষে সর্বাধিক ১৮ রান পায় বিজয় জমাতিয়া। দেবাপর্তি ক্রিকেট একাডেমীর রাম দুলাল সাহা এগারো রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, গোপাল দাসগুপ্ত পেয়েছে ১৪ রানে চারটি উইকেট। দেবোত্তম ঘোষ পেয়েছে একটি উইকেট। উল্লেখ্য, আগামী ১৯ মে টুর্নামেন্টের অপর সেমিফাইনালে জুপিটার ক্লাব ও ব্রাইড ডায়মন্ড ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

রাজ্য বালিকা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস স্কুল, রানার্স সিপাহীজলা

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল-৩ সিপাহীজলা-০

(মেরেন-২, বিনাতা)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। দাপট অব্যহত রাখলো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। অনূর্ধ-১৭ আসরের পর অনূর্ধ-১৪ বিভাগেও রাজ্য সেরা হলো শুভেনজিৎ সিনহার ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। বুধবার স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে বালিকাদের স্কুল ফুটবলের ফাইনালে কার্যত একতরফা খেলে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল পরাজিত করে সিপাহীজলা জেলাকে। বিজয়ী দলের মেরেন জমাতিয়া দুটি গোল করে। সকালে মুষলধারে বৃষ্টির ফলে মাঠ কিছুটা পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। এরমধ্যেই শুরু থেকে আক্রমাত্তক ফুটবল খেলতে থাকে শুভেনজিৎ এবং রাজেশ রায় চৌধুরির মেয়েরা। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ফুটবলারদের দাপটে শুরুতেই সিপাহীজলা জেলার রক্ষণভাগে চিড় ধরে। ওই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে ম্যাচের ৯ মিনিটে এগিয়ে যায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। মেরেন জমাতিয়ার গোলে। এর ৩ মিনিট পরই ব্যবধান বাড়ায় বিনাতা সিনহা। এরপর ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও সিপাহীজলার বালিকা ফুটবলাররা কার্যত খেই হারিয়ে ফেলে। দ্বিতীয়ার্ধের ৫ মিনিটে সিপাহীজলা জেলার জালে শেষবার বল পাঠায় মেরেন জমাতিয়া।

৩-০ গোলে এগিয়ে যায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। ৩ গোলে পিছিয়ে পরার পর আর যাতে ব্যবধান না বাড়ে তা মাথায় রেখে রক্ষণাত্তক ফুটবল খেলতে থাকে সিপাহীজলা জেলার ফুটবলাররা। শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলে জয় পেয়ে রাজ্য সেরা হলো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। ফাইনাল ম্যাচটি পরিচালনা করেন অরিন্দম মজুমদার। খেলা শেষে মাঠেই হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। প্রসঙ্গত: এর আগে অনূর্ধ-১৭ বালক এবং বালিকা উভয় বিভাগে রাজ্য সেরা হয়েছিলো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল।

বিলোনিয়া, উদয়পুর, আমবাসা, ধর্মনগরে বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। পরিত্যক্ত হলো ম্যাচ। মুষলধারে বৃষ্টির জন্য। বুধবার বিলোনিয়ায় স্কুল ক্রিকেটের ফাইনাল, উদয়পুরে স্কুল ক্রিকেটের সেমিফাইনাল, আমবাসায় এবং ধর্মনগরে সিনিয়র ক্রিকেটের আসর ছিলো। বৃষ্টির জন্য সবকটি ম্যাচই পরিত্যক্ত হয়। রিজার্ভ ডে-তে করার পরিকল্পনা রয়েছে ম্যাচ গুলোর। সকালে খেলা শুরু হলেও আচমকা মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় সবকটি ম্যাচই বন্ধ রাখা হয়। উদয়পুরের কে বি আই মাঠে সেমিফাইনালে গরিয়া আকাদেমি টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ২৬.৪ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১০৩ রান করে। দলের পক্ষে হামবাই জমাতিয়া ৩৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ এবং রমেন জমাতিয়া ৪৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করে। জামজুরি স্কুলের পক্ষে অভিজিৎ দাস ৩ উইকেট পেয়েছে। এরপরই শুরু হয় বৃষ্টি। শেষ ম্যাচটি স্থগিত রাখা হয়। আজ রিজার্ভ ডে তে পুনরায় হবে ম্যাচটি। বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে স্কুল ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয় বৃষ্টির জন্য।

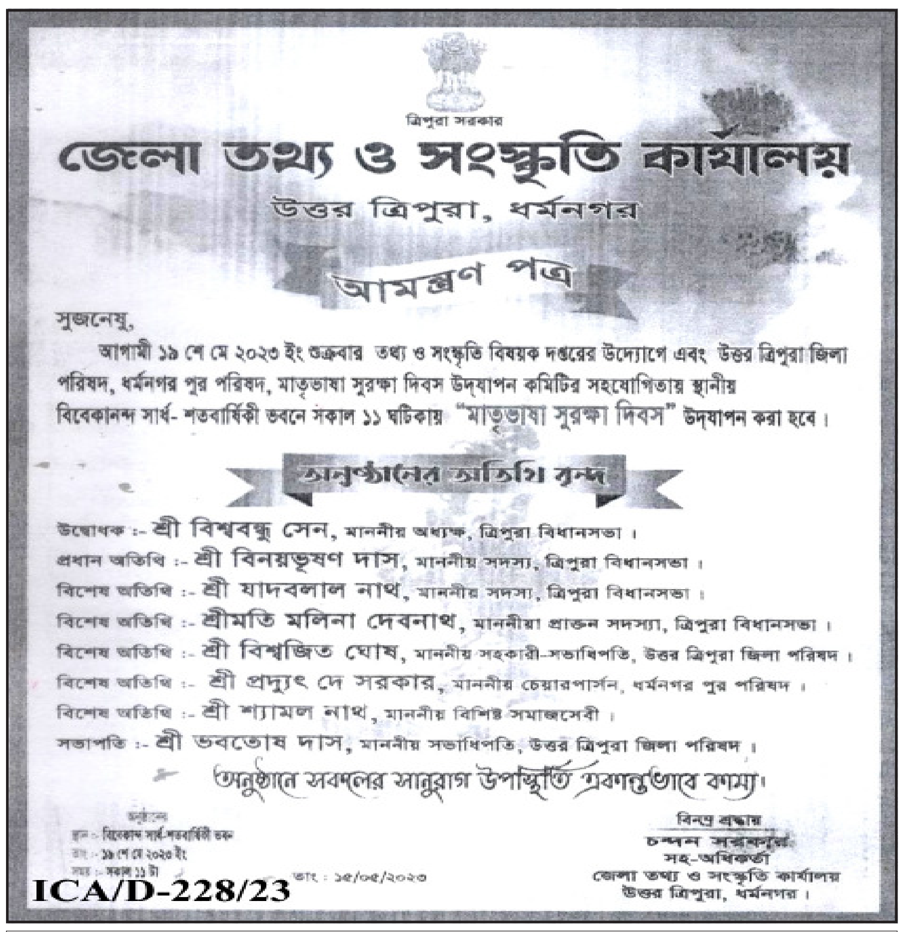
ত্রিপুরা সরকার
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়
উত্তর ত্রিপুরা, ধর্মনগর
আমন্ত্রণ পত্র

সুজনেষু,
আগামী ১৯ শে মে ২০২৩ ইং শুক্রবার তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদ, ধর্মনগর পুর পরিষদ, মাতৃভাষা সুরক্ষা দিবস উদ্‌যাপন কমিটির সহযোগিতায় স্থানীয় বিবেকানন্দ সার্ধ- শতবার্ষিকী ভবনে সকাল ১১ ঘটিকায় "মাতৃভাষা সুরক্ষা দিবস" উদ্‌যাপন করা হবে।

অনুষ্ঠানের অতিথি বৃন্দ
উদ্বোধক :- শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন, মাননীয় অধ্যক্ষ, ত্রিপুরা বিধানসভা।
প্রধান অতিথি :- শ্রী বিনয়ভূষণ দাস, মাননীয় সদস্য, ত্রিপুরা বিধানসভা।
বিশেষ অতিথি :- শ্রী যাদবলাল নাথ, মাননীয় সদস্য, ত্রিপুরা বিধানসভা।
বিশেষ অতিথি :- শ্রীমতি মলিনা দেবনাথ, মাননীয়া প্রাক্তন সদস্যা, ত্রিপুরা বিধানসভা।
বিশেষ অতিথি :- শ্রী বিশ্বজিত ঘোষ, মাননীয় সহকারী-সভাধিপতি, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদ।
বিশেষ অতিথি :- শ্রী প্রদ্যুৎ দে সরকার, মাননীয় চেয়ারপার্সন, ধর্মনগর পুর পরিষদ।
বিশেষ অতিথি :- শ্রী শ্যামল নাথ, মাননীয় বিশিষ্ট সমাজসেবী।
সভাপতি :- শ্রী ভবতোষ দাস, মাননীয় সভাধিপতি, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদ।
অনুষ্ঠানে সবলের সানুরাগ উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

অনুষ্ঠান
স্থান :- বিবেকানন্দ সার্ধ-শতবার্ষিকী ভবন
তাং :- ১৯ শে মে ২০২৩ ইং
সময় :- সকাল ১১ টা
তাং : ১৫/০৫/২০২৩
বিনম্র শ্রদ্ধায়
সহ-অধিকর্তা
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়
উত্তর ত্রিপুরা, ধর্মনগর।
ICA/D-228/23

PNIeT No: 18 / EE/CCD/PWD/2023-24, Dated. 11/05/2023

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD (Buildings), Capital Complex, Agartala, West Tripura on behalf of the ' Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State Public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPED/Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Providing Conservancy services for sweeping and cleaning of all offices including lavatory blocks under PWD Block No 7 at New Secretariat Building complex for 12 (Twelve) months. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIeT No: 18 /DNIT/ EE/CCD/PWD/2023-24

Estimated Cost: % 5,80,140.00 Earnest Money: Rs/- 11,602.80.00 and Time for completion will be 365 (Three Hundred And Sixty five Days)

Last date & time for online Bidding: 25/05/2023 Upto 3.00 PM

ICA/C-554/23

Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura

Short Notice inviting Tender Quotation

Sealed tender quotation is hereby invited in plain_paper on behalf of the Under Secretary, Transport Department, Government of Tripura, from the bonafide firms/ Suppliers / travel agencies, having Indian nationality for hiring of Ol(one) no. of commercial Ecco (Maruti Suzuki) in good condition for the purpose of official use in the office of the District Transport Officer, Sepahijala District, Bishramganj.

The interested firms/ Suppliers / travel agencies is are hereby invited for dropping of short quotation for the period of 2023-2024 as per terms and conditions along with their monthly demand/claims of rate in respect of hire of vehicle in the Tender Box kept in the Chamber of District Transport Officer, Sepahijala District, Bishramganj, w.e.f 22.05.2023 to 31.05.2023 from 11.00 A.M to 4.00 P.M on all working days and received sealed tender quotation will be opened on the same day, i.e on 31.05.2023 at 4.30 P.M in presence of the firms/ Suppliers / travel agencies or on the representative of the quotationers in the Chamber of the undersigned. The terms and conditions & finance approved ceiling rates of the hiring vehicle (UMV) as per DFPRT 2019 may be consulted in hard copy which can be seen in the Notice board of the office of the District Transport Officer, Sepahijala District, Bishramganj, Tripura on all working days from 10.00 a.m onwards & other terms and conditions for submission of tender.

ICA/C-551/23

(S.Rakshit)
District Transport Officer
Sepahijala District, Bishramganj.

NOTICE INVITING e-TENDER

The Tripura Tribal Welfare Residential Educational Institutions Society (TTWREIS) under Tribal Welfare Department, Government of Tripura invites electronic Bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) from Individual supplier / Agency / Firm / Institution / Company / Joint venture / Cooperative Society / Proprietary firm / LLP for Supply and Delivery of Bedding Materials for Residential & Ashram Schools.

Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in & from tender section of Tribal Welfare Dept. website at https://twd.tripura.gov.in, Last Date of submission of the e-Tender: 06.06.2023 at 04:00 PM.

ICA/C-547/23

Member-:
Tripura Tribal Welfare Residential
Educational Institutions Soci

ঃ- পারদর্শী প্রশাসন, সচেতন নাগরিক, সুপরিষেবা ঃ-

আগরতলা পুর নিগম

বিষয় ঃ পুর কর সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকার সকল পুরনাগরিকদের সম্পত্তি কর সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিশেষভাবে জানার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

১) কেন আমরা সম্পত্তি কর প্রদান করি ?

উত্তর ঃ সকল প্রকার পুর পরিষেবা পাওয়ার জন্য। বিশেষত ড্রেইন রাস্তাঘাট, নির্মাণ এবং পরিস্কার রাখার জন্য।

২) সম্পত্তি করের হিসাব (Calculation) কিভাবে করা হয় ?

উত্তর ঃ APV = Plinth Area (Sq.Ft) X Unit Area Valus (Rs) X Age Factor X Structural Factor X Occupancy Factor X Usage Factor.

Yearly Porperty Tax = 5% of APV এই সম্পত্তিকর হিসাব পদ্ধতি।

https://emunicipality.triupura.gov.in/propertytax/Proparty Tax/frm_property এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করে সম্পত্তি করের হিসাব পেতে পারেন।

৩) সম্পত্তিকর এবং সম্পত্তির তথ্য কোথায় পাওয়া যায় ?

উত্তর ঃ Amc is proposing th implement latest technology using GIS based property tax online portal which has complete details of your house/shop/property. https://agatala/smartcityservices. e-amc এই লিঙ্কটিকে ক্লিক করে আপনার নাম অথবা মোবাইল নম্বর বা আধার দিয়ে পুর নাগরিকগণ নিজ নিজ সম্পত্তির সম্পূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।

৪) সম্পত্তিকর সম্পর্কে মতামত কোথায় প্রেরণ করা যায় ?

উত্তর ঃ citizenfeedbackamc@gmail.com এই email এ ক্লিক করে পুর নাগরিকগণ মতামত পোষণ করতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে
মিউনিসিপাল কশিনার
আগরতলা পুর নিগম

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বুধবার আগরতলা থেকে কলকাতা বিশেষ ট্রেনের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। ছবি নিজস্ব।

বিলোনিয়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে হানা দিল চোরেরা, সিলিন্ডার সহ খাদ্য সামগ্রী চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ মে।। বিলোনিয়াতে নিশি কুটুম্বদের দৌড়াত্ম যেন কিছুতেই কমছে না। উদ্বিগ্ন বিলোনিয়াবাসী এবার নিশি কুটুম্বদের হানা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। শিশুদের খাদ্য থেকে শুরু করে বসার জিনিসপত্র এবং গ্যাস সিলিন্ডার সমেত চুল্লি সবকিছু চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনা বিলোনিয়া দক্ষিণ ভারত চন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আমতলী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। গতকাল গভীর রাতে এই চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণি ভগবতী দেবনাথ জানান গতকাল বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ তিনি কেন্দ্রটি বন্ধ করে যান। বুধবার সকালে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এসে তিনি দেখতে পান দরজাখোলা তালা নেই। ভিতরে গিয়ে তিনি দেখতে পান দুটি গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার সহ গ্যাস চুল্লি, প্রায় ৪০ থেকে ৫০কেজির মত চাল ডাল এবং সয়াবিন নিয়ে যায় চোরের দল। চুরির খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে আসেন বিলোনিয়া থানা এবং রাজনগর নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের সুপারভাইজার অরূপ সাহা তিনি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন এই সরকারি সম্পদ শুধু দপ্তরের আধিকারিক এবং কর্মীদের দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব নয় যদি না এলাকাবাসী এগিয়ে আসে। কারণ এখান থেকে সুবিধা পান এলাকাবাসীরাই। তাই তাদের দায়িত্ব নিতে হবে। এটি রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আবেদন জানান তিনি। তিনি আরো জানান এই বিষয়ে বিলোনিয়া থানায় লিখিতভাবে মামলা দায়ের করা হবে।

ভারত চন্দ্র নগরে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদর্শনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ মে।। বিলোনিয়া ভারত চন্দ্র নগর ব্লকে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদর্শিত হয় কৃষকদের উপস্থিতিতে, ভারত চন্দ্র নগর কৃষি মহকুমার তত্ত্বাবধানে বিলোনিয়া কৃষি বিভাগের উদ্যোগে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদর্শনী আয়োজিত হয় বুধবার দুপুরে। ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষকরা এই দিন

কৃষি যন্ত্রপাতি র্পদশনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এই দিন প্রদর্শনীতে ছিলেন ভারতচন্দ্রনগর এগ্রি সাব ডিভিশনের কৃষি তত্ত্বাবধায়ক অজিত পাটারি, বিলোনিয়া এগ্রি সেক্টরের সেক্টর অফিসার তশ্মিতা ঘোষ , ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কাবেরী নাথ , ভারতচন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। এই দিন ধান কাটার মেশিন, মিনি ট্রাক্টর, আগাছা কাটার মেশিন, পাম্প মেশিন, পাওয়ার টিলার বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদর্শিত হওয়ার পাশাপাশি কিভাবে ব্যাবহার করতে হয় সেই বিষয়ে দেখানো হয়। বিলোনিয়া এগ্রি সেক্টরের সেক্টর অফিসার তশ্মিতা ঘোষ সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান , কৃষিজ ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে কৃষকদের অনেক ব্যায় বহুল খরচ হয়ে থাকে কিন্তু ব্যায় বহুল খরচ অনেকটা কমে যাবে এই কৃষি যন্ত্রপাতি যদি ব্যাবহার করে। তাই আজ ভারত চন্দ্র নগর ব্লকে কৃষকদের মাঝেই কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদর্শিত হচ্ছে। যাতে কৃষকরা কৃষি উৎপাদনে এই ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে।

মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে বুধবার বটতলায় মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ৭৬ তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ৭৬ তম মৃত্যুবার্ষিকী বুধবার আগরতলা সহ রাজ্যের নানাস্থানে নানা অনুষ্ঠানে পালিত হয়। এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানটি হয় বটতলায় মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের শ্মশান ঘাটে। বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এদিন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ৭৬ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য সোহেল দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেয়র এবং ত্রিপুরা সুশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য সহ অন্যান্যরা মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুরের স্মৃতি শৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরা এবং আধুনিক আগরতলা শহর গঠনের অন্যতম রূপকার। তিনি যে আগরতলা শহরের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নের বাস্তবতা আজও আমরা ভোগ করছি। বলেন মহারাজ বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুরের কীর্তি শালা এবং তার স্মৃতিসৌধ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলে দেওয়ার জন্য এটিকে নতুন করে দৃষ্টিনন্দন ভাবে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হবে বলে অতি নিক আশা ব্যক্ত করেন। আগামী ৬ মাসের মধ্যেই এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে বলেও আশা ব্যক্ত করেন মেয়র। তিনি আরো বলেন বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আগরতলা বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর বিমানবন্দর নামে আখ্যায়িত করা হয়েছেহয়েছে। সম্প্রতি রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র কামান চৌমুহনী এলাকাকে মহারাজ বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুরের নামাঙ্কিত রাস্তা হিসেবে রূপায়িত করা হয়েছে।

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেভেলপমেন্টস অবঅ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্যাটিসটিক্স নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতা, ১৭ মে।। 'ডেভেলপমেন্টস অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্যাটিসটিক্স' এবং মেথডোলজিক্যাল ইমপ্রভমেন্টস ইন ডিফারেন্ট ইস্টিমেটস / ইনডাইসেস' - এই দুটি বিষয়ের উপর আজ ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থনীতি এবং পরিসংখ্যান দপ্তর ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাতে ম্যানেজমেন্ট, কমার্সের ছাত্রছাত্রী, ইকোনমি' ও স্ট্যাটিসটিক'র ছাত্রছাত্রী ও রিসার্চারগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অর্থনীতি এবং পরিসংখ্যান দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা বলেন, ইকোনমি' ও স্ট্যাটিসটিক'র ছাত্রছাত্রীদের আগামীদিনে রাজ্যের অগ্রগতিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরিসংখ্যানমূলক গবেষণা করা দরকার। গবেষণালব্ধ বিষয়গুলির বাস্তবতা বিবেচনা করে আগামীদিনে রাজ্য সরকার এই সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবে। কর্মশালায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দীপক শর্মা, ইকোনমি' বিভাগের এইচওডি প্রফেসর ইন্দ্রনীল ভৌমিক। কর্মশালার দ্বিতীয় পর্যায়ে টেকনিক্যাল সেশনে ইকোনমি' ও স্ট্যাটিসটিক'র বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ'রা আলোচনা করেন এবং পরবর্তীতে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

বনগাঁ, ১৭ মে (হি.স.) : ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। সেই ঘটনায় এক বৃদ্ধকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। ২০২১ সালের আগস্ট মাসের ২ তারিখে গোপালনগর থানায় একটি নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের মামলা দায়ের হয়। সেই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সেই মামলায় অভিযুক্ত হয় সাইফুল্লাহ মুন্সি মণ্ডল (৬৫)। বনগাঁ মহকুমা আদালত দেড় বছর পর অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করল।এই বিষয়ে ওই নাবালিকার পরিবারের পক্ষে সরকারি আইনজীবী অশোক কুমার প্রামানিক বলেন, ২০২১ সালের ২ আগস্ট গোপালনগর থানায় নাবালিকা ধর্ষণের মামলা দায়ের হয়। অবশেষে আজ প্রায় দেড় বছর পর অভিযুক্তকে আদালত দোষী সাব্যস্ত করে। এবং ২০ বছরের কারাদণ্ড সহ এক লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেন। যদি আসামী এক লক্ষ টাকা দিতে না পারে তাহলে তার অনাদায়ে আরও এক বছর সাজা হবে। ৫০৬ ধারায় আরও দুবছরের কারাদণ্ড ও ১৫ হাজার টাকা জরিমানা হবে। অনাদায় আরও পাঁচ মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। এছাড় পকসো আইন অনুযায়ী নাবালিকাকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রতুয়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত পাঁচটি বাড়ি

রতুয়া, ১৭ মে (হি. স.) : মালদার রতুয়া ১ ব্লকের মহাদেবপুর গুট্টিপাড়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল পাঁচটি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। স্থানীয় মানুষজনের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘণ্টা দেড়েক পর চাঁচল দমকলকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন গ্রামে গিয়ে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জানা গিয়েছে, এদিন ওই গ্রামের আম ব্যবসায়ী কালাম খানের বাড়ির সামনে রাখা আমের ক্যারেটে প্রথমে আগুন লাগে। স্থানীয়দের অনুমান, কোনও কারণে শর্ট সার্কিটের জন্যই এই আগুন। কালাম খানের পাকা বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে যায়। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশে থাকা সাদিকুল শেখের বাড়ি ও মুদির দোকানে। ভস্মীভূত হয়েছে তাঁর টোটোটিও। পাশাপাশি পুড়ে ছাই হয়ে যায় নজরুল শেখ, ভাদু শেখের বাড়ি। ক্ষতিগ্রস্ত হয় শেখ কারিমুলের বাড়িও।

এই ঘটনার পর ফের রতুয়ায় দমকলকেন্দ্র স্থাপনের দাবিতে সরব হয়েছে এলাকাবাসী। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পাচ্ছে 'দ্য কেরালা স্টোরি

নিউইর্য়ক, ১৭ মে (হি. স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুক্ত পাচ্ছে 'দ্য কেরালা স্টোরি'। ১২ মে বিশ্বের ৩৭ টি দেশে মুক্তি পেয়েছে আদা শর্মা অভিনীত 'দ্য কেরালা স্টোরি'। সেই তালিকায় রয়েছে ইংল্যান্ডের নাম। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্য কেরালা স্টোরি মুক্তির পরেই নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়, বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। অবশেষে সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে এখন ছবিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তির জন্য প্রস্তুত।

সূত্র অনুযায়ী, 'দ্য কেরালা স্টোরি' ইউকে এবং আয়ারল্যান্ডের ৩১ টি সিনেমাহলে হিন্দি এবং তামিল ভাষায় প্রদর্শিত হওয়ার কথা থাকলেও সমস্ত স্ক্রিনিং বাতিল করে টিকিট ফেরত দেওয়া হয়েছিল। তবে অবশেষে ছবিটি যুক্তরাজ্যে মুক্তি পেতে চলেছে। বুধবার টুইটার এই খুশির খবরটি শেয়ার করলেন কেরালা স্টোরির পরিচালক সুদীপ্ত সেন।

টুইটে তিনি জানিয়েছেন, আপনি জিতেছেন। সন্ত্রাস হেরেছে। এবার আপনার প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এখন ব্রিটিশ জনগণ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বিপ্লব দেখবে ' সঙ্গে টুইটটি পুনঃটুইট করে অভ্যন্তরীণ আদা শর্মা লিখেছেন, "আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন! এদিন চলচ্চিত্র বাণিজ্য বিশ্লেষক তরণ আদর্শ ছবিটির একটি পোস্টার শেয়ার করে লিখেছেন, "কেরালা স্টোরি এখন ২০২৩ সালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় করা হিন্দি ছবি। তু ঝুঠি মে মক্কর এবং কিসি কা ভাই কিসি কি জান-কে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। দ্বিতীয় সপ্তাহের ছবিটির আয়, শুক্রবার ১২.৩৫ কোটি টাকা, শনিবার ১৯.৫০ কোটি, রবিবার ২৩.৭৫ কোটি, সোমবার ১০.৩০ কোটি, মঙ্গলবার ৯.৬৫ কোটি। মোট ১৫৬.৬৯ কোটি।

সারা ভারত কৃষক সভার উত্তর জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। মঙ্গলবার ধর্মনগর সিপিআইএম পার্টি অফিসে সারা ভারত কৃষক সভা উত্তর জেলা কমিটির উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুর সম্পাদক পবিত্র কর এবং সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা সহ-সভাপতি মতিলাল সরকার সহ অন্যান্য জেলা ও মহকুমা নেতৃত্বরা। রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন আজকের সভা ছিল বর্ধিত আকারে সভা। সভায় মহকুমা ও জেলা স্তরের নেতৃত্ব রা উপস্থিত ছিলেন। মূলত নির্বাচিনত্তর কালিন সময়ে যেভাবে শোখা মরসুমে কৃষকদের দুরবস্থা, কৃষকদের অপর নানাভাবে আক্রমণ, কৃষকদের রাবার বাগান, সবজি ক্ষেত নষ্ট করে দেওয়া , উৎপাদিত সবজি যথার্থ মূল্য না পাওয়া , টুকটুক চালকের উপর বাধা সৃষ্টি করা, ছোট গাড়ি চালকদের গাড়ি চালাতে না দেওয়া সহ নানা বিষয় নিয়ে আজকের সভায় আলোচনা হয়। এছাড়াও জলের অভাবে প্রায় ৭০ ভাগ কৃষি জমিতে কৃষকরা ধান চাষ করতে পারেনি , সরকারি কৃষি বিভাগে প্রয়োজনীয় কীটনাশক ঔষধ নেই , কোন ধরনের সার নেই, এমন কি কেন্দ্রীয় যে সব বিভিন্ন প্রকল্প ছিল সেগুলোর সুযোগ পাচ্ছে না সাধারণ কৃষকরা। এইসব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় সভায় এবং আগামী দিনে কৃষকদের কাছ থেকে উঠে আসা এই সমস্যাগুলো নিয়ে গন ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করা হবে এবং পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলে জানান রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর।

৯ বছরের অপেক্ষার অবসান, দু'মাসের মধ্যে ৭১ জনকে নিয়োগের নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স.) : সম্প্রতি তাঁর কলমের খোঁচায় চাকরি গিয়েছে ৩২ হাজার শিক্ষকের। এবার সেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ই এবার ৭১ জন চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগের নির্দেশ দিলেন। আগামী ২ মাসের মধ্যে তাঁদের শিক্ষক পদে নিয়োগ করতে হবে। ২০১৪ সালে তাঁরা পরীক্ষায় পাস করেছিলেন। তারপরেও মেলেনি নিয়োগ। অবশেষে ৯ বছর পর চাকরি পেতে চলেছেন তাঁরা।২০০৯ সালে হাওড়া জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। কিন্তু রাজ্যের সরকার বদলের পর ২০১২ সালে নিয়োগ বাতিল করে দেয়। পরে হাই কোর্টের নির্দেশে ২০১৪ সালে লিখিত পরীক্ষা হয়। হয় অ্যাপ্টিটিউড টেস্টও। ২০০৯-১০ সালের পরীক্ষার্থীরাই অংশ নেন। সকলে পাশও করেন। অভিযোগ, হাওড়ায় ১২০০ পদ ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। বরং কাট অফ মার্কস না থাকার পরও অনেকে চাকরি পেয়েছিলেন।২০২২ সালে আদালতে মামলা করেন বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী। মামলাকারীদের অভিযোগ ছিল, যাঁরা পরীক্ষায় বসার আবেদন করেননি, লিখিত পরীক্ষা দেননি এমনকী যাদের কাট এফ মার্কস ছিল না তাঁরাও চাকরি পেয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে এতদিন আইনি লড়াই চলে। সেই প্রেক্ষিতে এদিন ৭১ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। তাঁর পর্যবেক্ষণ, পর্ষদের ভুল ছিল। যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে অন্যায় করেছিল তারা। তাই আগামী ২ মাসের মধ্যে নিয়োগ দিতে হবে।

মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের প্রয়ান দিবস উপলক্ষে বটতলায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বুধবার। ছবি নিজস্ব।

একশ শতাংশ টিকাকরণে পুরস্কার পেল সিপাহীজলা জেলার দুটি উপজাতি অধ্যুষিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ মে।। একশ শতাংশ টিকাকরণে সিপাহীজলা জেলার দুটি উপজাতি অধ্যুষিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র কে পুরস্কৃত করা হল। বুধবার সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে সিপাহীজলা জেলা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয় জনজাতি এলাকার টিকাকরণ নিয়ে। জেলাশাসক অফিসে এই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা শাসক ড: বিশাল কুমার, সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ড: রঞ্জন বিশ্বাস, বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালের এমওআইসি ড: পূজা দেব, টাকারজলা হাসপাতালের এমওআইসি অসীমা দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। আজ সিপাহীজলা জেলার টাকারজলা হাসপাতালে অন্তর্গত পশ্চিম রতনপুর পিএসসি সেন্টার, অন্যদিকে বিশ্রামগঞ্জের ওয়ারিং বাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে একশ শতাংশ টিকাকরণ সম্পূর্ণ করার জন্য পুরস্কার হিসেবে দশ হাজার টাকার চেক সহ স্মারক তুলে দেওয়া হয়। পশ্চিম রতনপুর এমওআইসিতে ২০২১-২২ সনে ইমোজিশন টিকাকরণ ছিল ৮৩ শতাংশ, ২০২৩ এ হয় ১৫৩ শতাংশ।অন্যদিকে বিশ্রামগঞ্জের ওয়ারিং বাড়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২০২১ ও২২ ছিল ১২ শতাংশ, ২০২৩ সালে ১১৭ শতাংশ। অল্প সময়ের মধ্যে পশ্চিম রতনপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ওয়ারিং বাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে টিকা করন ১০০ু এর উপরে পৌঁছে যায় আজ দুইটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র কে পুরস্কৃত করা হয়। এই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর্মী সহ আশা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী দিনেও এলাকার সকল অংশের মানুষকে প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করতে ও এলাকাবাসীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে বিভিন্ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলোর স্বাস্থ্য কর্মী,সহ আশা কর্মীদের আহ্বান জানান জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত।

প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি কর্মসূচিতে রাজ্যে ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতা, ১৭ মে।। রাজ্যে শিল্পের বিকাশের অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। তাই শিল্পের বিকাশে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। শিল্প উদ্যোগীরা যাতে রাজ্যে বিনিয়োগে আরও বেশী আক'ষ্ট হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরকে নতুন পরিকল্পনা নিতে হবে। আজ শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিনিয়োগকারীদের আক'ষ্ট করতে পারে এমন একটি শিল্পনীতি তৈরী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুপরিকল্পিত শিল্পনীতি তৈরী হলে দেশ বিদেশের শিল্প উদ্যোগীরা উৎসাহিত হবেন। সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই পর্যালোচনা সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও হস্তকারঃ উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব কে এস শেঠি, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচিগুলির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা রাজ্যে বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে চালু 'স্বাগত' পোর্টালকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, রাজ্যে গড়ে উঠা পরিকাঠামোগত শিল্প সহায়ক সুযোগ সুবিধাগুলি বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরকে আরও উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আসন্ন উত্তর পূর্বা'ল গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিটকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠেয় রোডশো গুলিতে রাজ্যে বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিকে বিশেষভাবে তুলে ধরতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের উৎপাদিত চা সহ কারুশিল্পীদের তৈরী হস্ততাঁত হস্তকারু ও রেশম শিল্পের পন্য সামগ্রীগুলি রাজ্যেই যাতে বিক্রি করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী জে কে সিনহা বলেন, শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়লে রাজ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। তাই 'স্বাগত' পোর্টালকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। রাজ্যে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করতে তিনি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরকে আরও বেশী উদ্যোগী হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেন।

সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি দপ্তরের সর্বশেষ সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সমূহের প্রেক্ষিতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশানের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি কর্মসূচিতে রাজ্যে ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে আরও ২টি প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্যালোচনা সভায় অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি আরও জানান, রাজ্যে আগরবাতি শিল্প ক্ষেত্রের উন্নতিকল্পে মিনি মিশন গ্রহণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে তা অর্থ দপ্তরের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।